রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ২৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৯, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৯—৫৩৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৭—৫৭২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২৫—৭৪৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ মার্চ ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৬-১৪০—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩)(সি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৬-১৪১—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩)(সি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. রুশিদান ইসলাম রহমান, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাঈদ কুতুব
উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৬-২৬—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর গঠন সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ৬ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ডিসেম্বর, ২০০৪ এর (গ) উপ-অনুচ্ছেদ এবং সংঘ বিধিমালার ৫.২ (ii) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত)জন সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিযুক্ত করা হ'ল ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদ
(১)	প্রফেসর নূরুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বুয়েট।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(২)	ড. কে. এম. সাইফুর ইসলাম খান, অধ্যাপক, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ও প্রাক্তন প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সাইন্স (ইউআইটিএস), ঢাকা।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(৩)	জনাব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রাক্তন সচিব, হাউজ ১২সি, ৮/৪, বাবুপরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(৪)	প্রফেসর ড.নিয়াজ আহমেদ খান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(৫)	ড. এস. এম. জুলফিকার আলী, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(৬)	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুব আলী, অধ্যাপক, ব্যবসা ও অর্থনীতি অনুষদ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ
(৭)	জনাব মোঃ আবদুল মালেক, প্রাক্তন সচিব, ২২, পশ্চিম মালিবাগ (৩য় তলা), ঢাকা।	সদস্য-সাধারণ পরিষদ

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং আর-৬/৪ডি-০৯/২০১৩-৭১—জনাব আ. ব. ম. খায়রুজ্জামান, সাব-রেজিস্ট্রার, বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে সংযুক্ত, (সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা)-কে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৯/২০১৩ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং আর-৬/৪ডি-১৬/২০১৪-৭৭—জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, সাব-রেজিস্ট্রার, বর্তমানে নিবন্ধন পরিদপ্তরে সংযুক্ত, (সাবেক সাব রেজিস্ট্রার, শ্রীপুর, গাজীপুর)-কে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ১৬/২০১৪ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ০২ মার্চ ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-২৩/৮৫-১০৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (মোঃ হাসিনুর রহমান, পিতা-মৃত-আব্দুল হামিদ, মাতা-মৃত-রেজিয়া বেগম, গ্রাম-ফুলকোচা, ডাকঘর-ফুলকোচা, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ২নং বাগবাটী ইউনিয়নের সাবেক ৩নং ওয়ার্ড ও ১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণাংশ বর্তমান ৩নং ওয়ার্ড এর সমন্বয়ে সৃষ্ট

অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ০৭ মার্চ ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-৫৭/২০০৪-১০৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, পিতা-মৃত-কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, মাতা-মোছাঃ রাহেলা বেগম, গ্রাম-বড়শলুয়া, ডাকঘর-তিতুদহ, উপজেলা-চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার ৬নং তিতুদহ ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫৭/২০০৪-১১০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব আল রাব্বি বিন ফয়সাল, পিতা-মোঃ আকরাম হোসেন, মাত-ফরিদা খাতুন, গ্রাম-বুজরুকগড়গড়ি বনানী পাড়া, পোঃ-চুয়াডাঙ্গা, উপজেলা-চুয়াডাঙ্গা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডঙ্গা পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০৩৬.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-৫১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	কমরেশ্বনদী	৩৭	বোয়ালমালী	ফরিদপুর
(২)	নিশ্চিন্তপুর	১০০	ভাংগা	ফরিদপুর
(৩)	চর ভূষাইল	০২	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-২
এল. এ. কেস নং: ৩৮/১৩(w)/১৯৬৩-৬৪
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১০-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: লতাচাপলী, জেএল নম্বর-৩৪, সিট নং: ১

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
৪৭৩	২৭	০.০৭
৪৭৩	৪০	০.০৩
৪৭৩	৩৩	১.৮০
৪৭৩	৩৭	৯.২৮
৪৭৩	৪১	০.০২
৪৭৩	৪২	০.০১
৪৭৩	৪৩	০.০৪
৪৭৩	৪৪	০.০২
৪৭৩	৪৫	০.০৩
৪৭৩	৪৬	০.০৬
৪৭৩	৪৭	০.০২
৪৭৩	৪৮	০.০৩
৪৭৩	৪৯	০.০৩
৪৭৩	৫০	০.০৮
৪৭৩	৫১	০.০৫
৪৭৩	৫২	০.০৬
৪৭৩	৫৪	০.০৪
৪৭৩	৫৫	০.২৯
৪৭৩	৫৬	০.৬৭
৪৭৩	৫৭	০.০৩
৪৭৩	৫৮	০.০৭
৪৭৩	৫৯	০.২৭
৪৭৩	৬০	১.০০
৪৭৩	৬২	০.০৩
৪৭৩	৬৪	০.১২
৪৭৩	৬৫	০.১০
৪৭৩	৬৬	০.২০
৪৭৩	৬৭	১.৩০
৪৭৩	৬৮	০.০১
৪৭৩	৬৯	০.০২
৪৭৩	৭০	০.০১
৪৭৩	৭১	০.০৩
১৬২, ৫৭৩	৭৪	০.০২
১৬২, ৫৭৩	৭৫	০.০৮
১৬২, ৫৭৩	৭৬	০.০৭
১৬২, ৫৭৩	৭৭	০.০৯
৮৭, ১১৪৪	৯৮	০.১৩
৮৭, ১১৪৪	৯৯	৪.৩৩
৮৭, ১১৪৪	১০০	০.১০
৮৭, ১১৪৪	১০১	০.০২
৮৭, ১১৪৪	১০২	০.০১
৮৭, ১১৪৪	১০৩	০.০১
৮৭, ১১৪৪	১০৪	০.০১
৮৭, ১১৪৪	১০৫	০.০৩
৮৮, ১১৪৩	১০৭	০.৩৫
৮৮, ১১৪৩	১০৮	০.০৯
৮৮, ১১৪৩	১০৯	০.৩৫
৮৮, ১১৪৩	১১০	১.১০
৮৮, ১১৪৩	১১১	০.১২
১৬২, ৫৭৩	১১৫	৩.৯৫
১৬২, ৫৭৩	১১৬	০.০১
১৬২, ৫৭৩	১১৭	০.০১
১৬২, ৫৭৩	১১৮	০.০১
১৬২, ৫৭৩	১১৯	০.০১
১৬২, ৫৭৩	১২০	০.০১
১৬২, ৫৭৩	১২২	০.০৩
১৬২, ৫৭৩	১২৩	০.২৫
১৬২, ৫৭৩	১২৪	০.০৫
১৭, ১১৩৩	১৩৩	০.০৮
৪৭৩	১৩৭	০.৭০
৪৭৩	১৩৮	০.০২

১	২	৩
৪৭৩	১৩৯	০.০১
৪৭৩	১৪০	০.০৪
৪৭৩	১৪২	০.৬০
৪৭৩	১৪৬	০.০২
৪৭৩	১৪৮	০.০২
৪৭৩	১৪৯	০.১৬
৪৭৩	১৫০	০.০৪
৪৭৩	১৫১	০.০৬
৪৭৩	১৫২	০.১৬
৪৭৩	১৫৩	০.১২
২৯৬, ৫৪৪, ১১৪৫, ১১২৮, ১১৩৫, ১১২৪	১৫৫	০.৬৫
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	১৫৬	০.০২
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	১৫৭	০.১০
২৯৬, ৫৪৪, ১১৪০, ১১২৮, ১১৩৫, ১১২৪	১৫৮	২.১৭
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	১৫৯	০.৭৫
২৯৬, ৪৬৭, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	১৭৪	০.১২
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৭৫	০.০৩
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৭৬	০.০১
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৮৫	০.০৬
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৮৯	০.০১
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৯০	০.০১
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৯, ১১৩৫, ১১৪০	১৯১	০.০১
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	১৯২	৫.৩০
২৯৬, ৫৪৪, ১১২৪, ১১৩৫, ১১৪০	৩০১	০.০১
	মোট=	৩৮.৩৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ৩২(w)/১৯৭৮-৭৯

"ঘোষণাপত্র"

ফরম নম্বর-"ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০১-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: বাহির দাসপাড়া, জে এল নম্বর: ১২১, সিট নং : ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
৯৮	২৩৩২	০.০২
৯৮, ৭০৪	২৩৩৩	০.০৯
৯৮	২৩৩৪	০.০৪
৯৮	২৩৩৫	০.০৫
৯৮	২৩৩৬	০.২০
৩৩৪	২৩৬৫	০.০৮
৩৩৪	২৩৬৬	০.০৮
১৯৪, ১৯৫	২৩৬৭	০.০৩
১৯৪, ১৯৫	২৩৬৮	০.০৩
১৯৪, ১৯৫, ১৯৬	২৩৬৯	০.০৯
১৯৬	২৩৭০	০.০৮
৮৪, ৮৫	২৩৭১	০.৫৪
৫৪৭, ৫৪৮	২৩৮৬	০.১১
৪২২, ৪২৩	২৩৮৭	০.১১
৪২১, ৪২৩	২৩৮৮	০.১১
৪২১, ৪২৩	২৩৮৯	০.১২
৪২১, ৪২৩	২৩৯০	০.০২

১	২	৩
৫৪৭, ৫৪৮	২৩৯১	০.০৬
৫৪৭, ৫৪৮	২৩৯২	০.০১
৪২১, ৪২৩	২৩৯৬	০.০৩
৪২১, ৪২৩	২৩৯৭	০.১০
৫৮০	২৩৯৯	০.০৬
৫৮০	২৪০০	০.০৬
৪৪৯	২৪০১	০.০৯
৪৯৯	২৪০২	০.০৪
৫৬৯	২৪০৩	০.০৪
৫৬৯	২৪০৭	০.০২
৫৮৩	২৪০৮	০.১০
৫৮৩	২৪০৯	০.০৩
৪৪৯	২৪২৪	০.০২
৪, ৩২৭, ৩৯৭, ৫৪৫	৩৪৯৯	০.১৩
৪২১, ৪২৩	২৩৯৫	০.০১
৫৪৭, ৫৪৮	২৩৮৫	০.০৪
৫৮০	২৪০৪	০.০৪
	মোট=	২.৬৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ৫৩/১৯৬৩-৬৪
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, জে এল নম্বর: ৩৮, সিট নং : ৬।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৫৫	৮২৫৮	০.৪৭
১০৯১	৮২৪৯	০.১১
১০৯১	৮২৫৩	০.১৬
	মোট=	০.৭৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ১২/১৯৬৮-৬৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৬-১৯৬৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: মির্জাগঞ্জ, মৌজা: পশ্চিম সুবিধখালী, জে এল নম্বর: ৪১, সিট নং :

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫২২	৪২৩	০.১৪
৩০২	৪২৪	০.২৮
৩০২	৪৩৫	০.৪৯
৪২৭	৪২৩/১১৪৬	০.০২
	মোট=	০.৯৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ২৮/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০১-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: কালাইয়া, জে এল নং: ১২৪, সিট নং : ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৯৭০	৫০৪	০.৪৭
৮৩৭	৫২৫	০.২২
৪০৫	৫৩৫	০.২০
৭১৮	৫৩৮	০.০৯
১০৪	৫৩৯	০.০৯
১০৪	৫৪০	০.০৮
৮০৪	৮৬৭	০.২১
৮১৬, ৮৩৬	৮৬৮	০.৬৭
৮৩৭	৫২৫/১৭০৪	০.০১
৮৩৭	৫২৫/১৭০৫	০.০৩
৯৩৫	৫০৪/১৭৭০	০.০৪
	মোট=	২.১১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং-০৮/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৫.১৪-৪৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০৬-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, জে এল নং: ৩৮, সিট নং: ২।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৫৯৫	৪৮৬৫	০.৫৩
৭০০	৪৮৬৬	০.৪৮
২১৫০	৪৮৬৭	০.৭৬
১০৫	৪৮৬৮	০.৭৮
২১৫০	৪৮৭৩	০.৩৬
২১৭০	৪৮৭৪	০.৩২
১২৬৩	৪৮৭৫	০.০৮
৭০০	৪৮৭৬	০.৩৪
২১৫০	৪৮৭৭	০.৪৪
১৫৯৫	৪৮৭৮	০.১২
১৫৯৫	৪৮৭৯	০.২৫
১২৬২	৪৮৮০	০.১০
১৩৬৪	৪৮৮৪	০.২৬
১০৫	৪৮৯৮	০.১৮
	মোট=	৫.০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ২০(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-১৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৫-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: নিজ বটকাজল, জে এল নং: ১১২, সিট নং: ৪।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৪, ৮১	৪৯৬০	০.২২
৫৪, ৪১৯	৫০০১	০.৩২
১৫৪	৫০০২	০.২৬
৬৩৮	৫০০৩	০.০৫
৩৬৪	৫০০৪	০.০৭
৫৩২	৫০০৫	০.০২
	মোট=	০.৯৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ৫২(w)/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-১৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০৫-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: কর্পূরকাঠি, জে এল নং: ১২৭, সিট নং: ১।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
৩১৯	৪৭৬	০.০৩
২২২, ২৭৭, ৩৯৮, ৪৫৪	৪৭৭	০.১৬
৪১৪	৪৭৮	০.০৩
৩৮৮	৪৭৯	০.০২
২১৮	৪৮০	০.০৩
২৪৯	৪৮১	০.০৩
১৫৪	৪৮২	০.০২
১২৫	৪৮৩	০.০৭
৮২	৫১৮	০.০৫
১৪১	৫১৯	০.২০
১৯১	৫২০	০.০৫
৪১০	৫২১	০.০২
৮২	৫২৩	০.০৩
১১, ৩৯২	৫২৪	০.০৮
৩	৫৩৪	০.০৭
১৬৩	৫৩৫	০.০৬
২১৮	৫৩৬	০.০৪
৩৮৮	৫৩৭	০.০২
১২৫	৫৩৯	০.০৬
৩	৫৪০	০.১২
২১৮	৫৪১	০.০৮
৩৮৮	৫৪২	০.০৬
১১৫, ৪১৪	৫৪৩	০.০৪
১৬৩	৫৪৪	০.১১
২২২, ২৭৭, ৩৯৮/৪৫৪	৫৪৫	০.০৪
২৫২	৫৫৬	০.০৯
৪৭৫	৫৫৭	০.১২
৮২	৫৫৯	০.০৮
১৪১	৫৬০	০.১৬

১	২	৩
১৪১	৫৬১	০.০৫
৪০৪	৫৬২	০.০২
২২২, ২৭৭, ৩৯৮, ৪৫৪	৫৯৩	০.২৪
২২৪	৫৯৩ ৬২১	০.০৩
	মোট=	২.৩১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ০৩(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৭-০১-২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-১৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০৯-১৯৭৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: বাউফল, জে এল নং: ৮৭, সিট নং: ১।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৫১	১০৬০	০.০১
৩৫১	১০৬১	০.০১
৪৫৯	১০৬২	০.০১
	মোট=	০.০৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং: ২৪(w)/১৯৭৫-৭৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-১৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১০-০৬-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: বাউফল, মৌজা: বটকাজল, জে এল নং: ১১৬, সিট নং: ১।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
৭৬৯	১	০.০৭
৭৬৯	১৭	০.১৮
৪০৯	১৮	০.০৮
৪০৩	২২	০.১৩
৬৩০	২৩	০.০৬
৭৬৯	২৪	০.০৪
৭৬৯	২৫	০.০৫
৭৬৯	২৬	০.০৪
৭৬৯	২৭	০.০৬
৪৪৪, ৯৬৯	২৮	০.১১
৪৪৪, ৯৬৯	৫৮	০.২০
৭৬৯	৫৯	০.২০
৭৬৯	৬০	০.০৭
৬৩৭	৬১	০.১০
৬১৩	১৪৫	০.০৩
৬৩৪	১৪৬	০.১০

১	২	৩
৯৫৪	১৪৭	০.১০
৯৫৪	১৫০	০.১৪
৭৬৯	১৫১	০.০৬
৬১০	১৫৩	০.১০
৭৭০	১৫৪	০.০৬
৭৭০	১৫৫	০.১০
৭৭০	১৫৬	০.১০
৬১৪	১৫৭	০.১২
৬১২	১৫৮	০.০১
৪৭৫	২৬২	০.১১
৭৫৬	২৬৪	০.০৫
৯৫১	২৬৫	০.২০
৯৫১	২৬৬	০.১৫
৪৭৫	২৬৭	০.৫৭
৫৫৬, ৬০৮	২৬৮	০.০৮
৯৬৬	২৭৬	০.০৮
৭৬৫, ৭৭১	২৭৮	০.১৯
৭৬১, ৭১১	২৭৯	০.০৬
৬১১	২৮১	০.১০
৭৫৩	২৮২	০.০৪
৭৭১, ৭৬৫	২৮৩	০.১৪
৪৭৫	২৮৪	০.০৫
৭৭১, ৭৬৫, ৭৭৮	২৮৫	০.০৮
৭৫৬	২৮৬	০.১১
৫৬২	২৮৭	০.১৫
৪৭৫	২৮৮	০.১০
৮৮২	২৮৯	০.০৮
১০০৮	২৯৭	০.০৫
৭৫৬	২৯৮	০.১২
৯৮৪, ১০০৪	৩১১	০.০৭
৯৮৪, ১০০৪	৩১৩	০.০৮
৯৮৪, ১০০৪	৩১৪	০.১২
৩৪৩	৩১৫	০.০৬
৪৭৪	৩১৭	০.২৬
৮৪০	৩১৮	০.১০
১১৬	৩১৯	০.১৩
৪২৮	৩২০	০.০৮
৪৭৪	৩২১	০.০৯
৭৬৫, ৭৭৯, ৭৭১	১২৩১	০.০৫
৪৬৮	১২৩২	০.১৫
৪৭১	১২৩৩	০.০৭
৭৫৮	১২৩৪	০.০৫
৪৭৬	১২২৪	০.০২
	মোট=	৭.১৬ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৮৩(W)/১৯৬৬-৬৭
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ৩১-০৩-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা মধুপাড়া, জে, এল নং ১২, সিট নং ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩৫	৫২০	০.৪৬
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫২৩	০.২১
৭৩,১১৫	৫১১	০.২০
১৬৭	৫১২	০.০৭
১৬৭	৫১৩	০.০৬
৭৩,১১৫	৫১৪	০.১২
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫১৫	০.৩৬
১৩৫	৫১৬	০.২৫

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩৫	৫১৭	০.১৬
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫১৮	০.০৮
১৩৫	৫২১	০.১৮
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫২২	০.০২
৭৩,১১৫	৫২৪	০.১৪
১৬৭	৫২৫	০.০৮
১৬৭	৫২৭	০.১০
৭৩,১১৫	৫২৮	০.৫৮
১৩৫	৫৫৫	৬.০৪
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫৬৩	০.১৮
২,১১১,১১৮,১১৯,১৮৬	৫৬৪	৪.৫২
১১	৭৫১	০.৪৮
১৮১	৭৫২	০.৫০
৬	৭৫৩	০.৩৮
১৬১	৭৫৭	১.০০
১৫৪	৭৬৫	১.৩০
১৮৯	৭৬৭	০.৫৫
১৫৪	৭৭১	০.৯০
৪৯	৮০৫	০.৬২
১৯	৮০৬	০.৬৩
১৯	৮০৭	০.৬৮
১৯	৮০৮	০.৯৬
১৪৪,১৫৪	৮১৫	০.৫৪
		মোট=২২.৩৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১০(W)/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ১২-১১-১৯৬৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা গামুরিবুনিয়া, জে, এল নং ২, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৯৬,২১৪	৩৬৯৬	১.৭৪
১৯৬,২১৪	৩৬৯৭	০.৪১
৪১০	৩৬৯৯	০.২৪
১৯৬,২১৪	৩৭০০	০.৩০
২৮৯	৩৭০১	০.৪৩
৪১০	৩৭০২	০.০৬
৪১০	৩৭০৪	০.০৬
৪১০	৩৭০৫	০.৪৫
২৬৬	৩৭০৬	০.৩২
৪১০	৩৭০৭	০.০২
২৬৬	৩৭০৮	০.৬৭
৪৩৬	৩৭০৯	০.০৯
৪৩৬	৩৭১০	০.১৬
৪৩৬	৩৭১২	১.০০
৪৩৬	৩৭১৩	০.১৫
৪৩৭	৩৭১৪	০.০৭
৪৩৭	৩৭১৫	০.০৪
৪৩৭	৩৭১৬	০.১১
৪৩৭	৩৭১৭	০.২৬
২৩৭	৩৭২২	০.১২
২৩৭	৩৭২৩	০.০৯
২৩৭	৩৭২৪	০.৩১
২৩৭	৩৭২৫	০.৫৫
১৪৬	৩৭২৮	০.০৩
১৪৬	৩৭২৯	০.৩৩
৩৪৯	৩৭৩০	০.২৫
৩৪৯	৩৭৩১	০.০৭
১৪৬,৩৫২	৩৭৩২	০.৩৮
১৪৬	৩৭৩৯	০.০৭
১৪৬	৩৭৪০	০.২৮
১৪৬	৩৭৪১	০.১৪
১৪৬,৪২২	৩৭৪২	০.২০
১৪৬	৩৭৪৩	০.০৮
১৪৬,২০৮	৩৭৪৪	০.৬৪
১৮৩	৩৭৪৬	০.১৩
২৬০,৩৮৩	৩৭৪৭	০.৫৯
১৮৩,২৬০,৩৮৩	৩৭৪৯	০.৪৪

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৮৩,২৬০,৩৮৩	৩৭৫৬	০.১৬
৩৭৮	৩৭৫৭	০.৯৬
১৭০	৩৭৫৮	০.৫১
১৭০	৩৭৫৯	০.০৬
২৭২	৩৭৬৩	০.৫০
২৭২	৩৭৬৪	০.০৭
২৭২	৩৭৬৫	০.০৪
২৭২	৩৭৬৯	০.২০
২৭২	৩৭৭০	০.১৩
২৭২	৩৭৭১	০.১১
২৭১	৩৭৭৭	০.৫৪
৩৫৬	৩৭৭৮	০.১০
২৭০	৩৭৭৯	০.১৬
২৭০	৩৭৮০	০.৩৫
২৭০	৩৭৮১	০.০৭
২৭০	৩৭৮২	০.০৩
২৭০	৩৭৮৩	০.১২
৩৫৬	৩৭৮৪	০.১৩
৩৩২,৩৫৬	৩৭৮৫	০.৩৮
৩৫৬	৩৭৮৬	০.০৬
২১১	৩৭৮৭	০.২৫
২১১	৩৭৮৮	০.১৭
২১১	৩৭৮৯	০.০২
৬৮	৩৭৯০	০.২৬
২১১	৩৭৯১	০.২০
২৭০	৩৭৯৩	০.০১
২৭০	৩৭৯৪	০.০৪
২৭০	৩৭৯৬	০.১৮
২৭০	৩৭৯৭	০.০৫
২৭০	৩৭৯৮	০.০৮
২৭০	৩৭৯৯	০.২৫
৯৭	৩৮০৮	১.৮১
৯৭	৩৮০৯	০.০৩
৪৩২	৩৮১০	০.০১
৪৩২	৩৮১১	০.০৬
১২৩,৪৩২	৩৮১৩	০.৫৫
৪৩২	৩৮১৪	০.০৫
৪৩২	৩৮১৫	১.১০
৩৭,৪৫৭	৩৯১৮	০.৭৬
৩৮৯,৪২৬	৩৯১৯	২.৯২
৪৩৮	৩৯৫১	০.০৫

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৪৭৯	৩৯৫৪	০.১০
৩৮৭	৩৯৫৫	০.২০
৩১	৩৯৬১	০.০৯
৩৯৩	৩৯৬৬	০.২১
৩৯৩	৩৯৬৭	০.১০
৩৯৩	৩৯৬৮	০.৩০
৩৯৩	৩৯৬৯	০.২৬
৩১	৩৯৭০	০.৪৩
৩১	৩৯৭১	২.০৮
৩১	৩৯৭২	০.২৬
৩৯২	৩৯৭৩	০.৫০
৪৩৮	৩৯৭৯	১.৭৩
২১৮,৩৩৯	৪০২১	০.৭৬
২১৮,৩৩৯	৪০২২	১.৬০
৯৬	৪০২৪	১.৮৫
১৫২	৪০২৫	০.৮৮
৪৭০	৪০২৬	১.০০
৪৭০	৪০২৭	০.৩৮
৩৩৯	৪০৪৫	০.৫৬
৩৭৮	৪৩০৮	০.০৬
৩৩২	৪৩১০	০.০৩
৩৭৮	৪৩০৯	০.৮০
১	৩৭২৭	০.০১
১	৩৭৩৭	০.৪৮
১	৩৭৪৫	০.১২
১	৩৭৪৮	০.০৮
১	৩৭৬০	০.১০
১	৩৭৬১	০.০৩
১	৩৭৬২	০.১৬
১	৩৯৯৫	০.০৭
১	৩৯৭৮	০.০৫
১	৩৯৮০	১.২০
১	৩৯৮১	০.০২
১	৩৯৯৭	০.৮১
১	৩৮২০	১.২০
১	৩৮১২	০.০৮
১	৩৮১৬	০.০৩
১	৪০২৮	০.১৪
	মোট জমি=	৪৩.৫৭ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৩১(W)/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ১৮-১২-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা-পটুয়াখালী, উপজেলা-কলাপাড়া, মৌজা-ইউসুবপুর, জে, এল নং-২৭, সিট নং-২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৩৪	৪৮৫	২.২৫
		মোট ২.২৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৮৫(W)/১৯৬৬-৬৭
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ৩১-০৩-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা-পটুয়াখালী, উপজেলা-কলাপাড়া, মৌজা-মধুপাড়া, জে, এল নং-১২, সিট নং-৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭৬	১৫৫৩	৩.১২
৫২	১৫৮৮	০.১৪
৮৬	১৫৮৯	০.১৪
১৪৬	১৫৯০	০.০৮
১৪৬	১৫৯২	০.০৪
৮৬	১৫৯৫	০.২৬
৫২	১৫৯৬	১.০০
১৩	১৫৯৯	১.৫৪
১৫	১৬০৭	০.০১
১৫	১৬০৮	০.৫২
৪০	১৬০৯	০.৬৫
৫৭	১৬১০	০.১০
৫৭	১৬১১	১.০০
৯২	১৬২২	০.৭৪
৮৩	১৬২৩	০.৯৮
৯২	১৬২৮	০.৩৪
১২৪	১৬২৯	০.১১
১২৪,১২৫	১৬৩১	০.৫৭
৫৫	১৬৩৩	০.৬০
২০	১৬৩৪	০.৪০
৫১	১৬৩৫	০.৩৫
১৯০	১৬৩৬	০.২৪
৫২	১৬৩৭	০.২০
৯২	১৬৩৮	০.৪২
৩৪	১৬৩৯	১.০৪
২৪	১৬৪৬	১.৮৬
৮৩	১৬৪৭	১.০৮
১৬	১৬৪৮	০.৮০
১৬	১৬৪৯	০.৫০
২০০	১৬৫০	০.৯৬
১৬	১৬৫২	০.২৪
১৬	১৬৫৩	২.৭০
৬৯	১৬৫৪	১.৫২
৬৯	১৬৫৭	১.২০
১৬	১৬৫৮	০.২৮
৬৯	১৬৭৯	০.৮৭
		মোট ২৬.৪৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ২০১(W)/১৯৬৬-৬৭
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ১৩-০৬-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা-পটুয়াখালী, উপজেলা-কলাপাড়া, মৌজা-নিশানবাড়িয়া, জে, এল নং-৪৮, সিট নং-১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৯	২	০.৩৪
৪১	৫	১.৩৮
২৬	৬	১.১৪
৩৮	৯	১.১২
৩৯	১০	১.১০
৩২	১২	১.১২
১০	১৫	১.০৮
৪০	১৬	১.০০
৪৪	১৯	১.০০
১৬	২০	১.০০
১৮	২৩	১.১০
৭	২৯	০.৯০
৯	৩০	০.৯৬
৩	৩৩	০.৯২
২৪	৩৪	১.০০
৩১	৩৭	১.০০
৪	৩৮	১.০০
২১	৪১	১.০৪
২০	৪২	১.০৪
৪২	৪৫	১.০৪
৩৩	৪৬	১.০৪
২	৪৯	১.১০
১১	৫৩	১.২০
৩৬	৫৪	১.৩৪
২৩	৫৫	১.৩৪
২৮	৫৭	১.২৬
	মোট ২৭.৫৬ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১০(W)/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩-ধারা মোতাবেক ১২-১১-১৯৬৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা-পটুয়াখালী, উপজেলা-কলাপাড়া, মৌজা-গামরিবুনিয়া, জে, এল নং-২, সিট নং-৩।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৯৬,২১৪	৩৬৯৬	১.৭৪
১৯৬,২১৪	৩৬৯৭	০.৪১
৪১০	৩৬৯৯	০.২৪
১৯৬,২১৪	৩৭০০	০.৩০
২৮৯	৩৭০১	০.৪৩
৪১০	৩৭০২	০.০৬
৪১০	৩৭০৪	০.০৬
৪১০	৩৭০৫	০.৪৫
২৬৬	৩৭০৬	০.৩২
৪১০	৩৭০৭	০.০২
২৬৬	৩৭০৮	০.৬৭
৪৩৬	৩৭০৯	০.০৯
৪৩৬	৩৭১০	০.১৬
৪৩৬	৩৭১২	১.০০
৪৩৬	৩৭১৩	০.১৫
৪৩৭	৩৭১৪	০.০৭
৪৩৭	৩৭১৫	০.০৪
৪৩৭	৩৭১৬	০.১১
৪৩৭	৩৭১৭	০.২৬
২৩৭	৩৭২২	০.১২
২৩৭	৩৭২৩	০.০৯
২৩৭	৩৭২৪	০.৩১
২৩৭	৩৭২৫	০.৫৫
১৪৬	৩৭২৮	০.০৩

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৪৬	৩৭২৯	০.৩৩
৩৪৯	৩৭৩০	০.২৫
৩৪৯	৩৭৩১	০.০৭
১৪৬,৩৫২	৩৭৩২	০.৩৮
১৪৬	৩৭৩৯	০.০৭
১৪৬	৩৭৪০	০.২৮
১৪৬	৩৭৪১	০.১৪
১৪৬,৪২২	৩৭৪২	০.২০
১৪৬	৩৭৪৩	০.০৮
১৪৬,২০৮	৩৭৪৪	০.৬৪
১৮৩	৩৭৪৬	০.১৩
২৬০,৩৮৩	৩৭৪৭	০.৫৯
১৮৩,২৬০,৩৮৩	৩৭৪৯	০.৪৪
১৮৩,২৬০,৩৮৩	৩৭৫৬	০.১৬
৩৭৮	৩৭৫৭	০.৯৬
১৭০	৩৭৫৮	০.৫১
১৭০	৩৭৫৯	০.০৬
২৭২	৩৭৬৩	০.৫০
২৭২	৩৭৬৪	০.০৭
২৭২	৩৭৬৫	০.০৪
২৭২	৩৭৬৯	০.২০
২৭২	৩৭৭০	০.১৩
২৭২	৩৭৭১	০.১১
২৭১	৩৭৭৭	০.৫৪
৩৫৬	৩৭৭৮	০.১০
২৭০	৩৭৭৯	০.১৬
২৭০	৩৭৮০	০.৩৫
২৭০	৩৭৮১	০.০৭
২৭০	৩৭৮২	০.০৩
২৭০	৩৭৮৩	০.১২
৩৫৬	৩৭৮৪	০.১৩
৩৩২,৩৫৬	৩৭৮৫	০.৩৮
৩৫৬	৩৭৮৬	০.০৬
২১১	৩৭৮৭	০.২৫
২১১	৩৭৮৮	০.১৭
২১১	৩৭৮৯	০.০২
৬৮	৩৭৯০	০.২৬
২১১	৩৭৯১	০.২০
২৭০	৩৭৯৩	০.০১
২৭০	৩৭৯৪	০.০৪
২৭০	৩৭৯৬	০.১৮

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৭০	৩৭৯৭	০.০৫
২৭০	৩৭৯৮	০.০৮
২৭০	৩৭৯৯	০.২৫
৯৭	৩৮০৮	১.৮১
৯৭	৩৮০৯	০.০৩
৪৩২	৩৮১০	০.০১
৪৩২	৩৮১১	০.০৬
১২৩,৪৩২	৩৮১৩	০.৫৫
৪৩২	৩৮১৪	০.০৫
৪৩২	৩৮১৫	১.১০
৩৭,৪৫৭	৩৯১৮	০.৭৬
৩৮৯,৪২৬	৩৯১৯	২.৯২
৪৩৮	৩৯৫১	০.০৫
৪৭৯	৩৯৫৪	০.১০
৩৮৭	৩৯৫৫	০.২০
৩১	৩৯৬১	০.০৯
৩৯৩	৩৯৬৬	০.২১
৩৯৩	৩৯৬৭	০.১০
৩৯৩	৩৯৬৮	০.৩০
৩৯৩	৩৯৬৯	০.২৬
৩১	৩৯৭০	০.৪৩
৩১	৩৯৭১	২.০৮
৩১	৩৯৭২	০.২৬
৩৯২	৩৯৭৩	০.৫০
৪৩৮	৩৯৭৯	১.৭৩
২১৮,৩৩৯	৪০২১	০.৭৬
২১৮,৩৩৯	৪০২২	১.৬০
৯৬	৪০২৪	১.৮৫
১৫২	৪০২৫	০.৮৮
৪৭০	৪০২৬	১.০০
৪৭০	৪০২৭	০.৩৮
৩৩৯	৪০৪৫	০.৫৬
৩৭৮	৪৩০৮	০.০৬
৩৩২	৪৩১০	০.০৩
৩৭৮	৪৩০৯	০.৮০
১	৩৭২৭	০.০১
১	৩৭৩৭	০.৪৮
১	৩৭৪৫	০.১২
১	৩৭৪৮	০.০৮
১	৩৭৬০	০.১০
১	৩৭৬১	০.০৩

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	৩৭৬২	০.১৬
১	৩৯৯৫	০.০৭
১	৩৯৭৮	০.০৫
১	৩৯৮০	১.২০
১	৩৯৮১	০.০২
১	৩৯৯৭	০.৮১
১	৩৮২০	১.২০
১	৩৮১২	০.০৮
১	৩৮১৬	০.০৩
১	৪০২৮	০.১৪
	মোট জমি ৪৩.৫৭ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৪২(W)/১৯৬৯-১৯৭০
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা-বড়বগী, জে, এল নং-৪৪, সিট নং-১১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬১৫১	৪১,৩৫৬,৩৬১,৩৬২, ৩৯৯,৫৯৪,৬৫০, ৬৫৫,৭৭৬	১০.৩২	০.৯৮
৬১৮৯	৫৯৯	১০.২৭	০.৮৪

মোট জমির পরিমাণ-১.৮২ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৫৮(W)/১৯৬৬-১৯৬৭
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা-বড়নিশানবাড়ীয়া, জে, এল নং-৪২, সিট নং-১১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩০,৩১,৯৫, ২৪৬	৪৮৪৯	০.৩৩	০.৩৩
৩৪৯	৪৮৫০	০.১৯	০.১৯
৩৪৯	৪৮৫১	০.৩৪	০.৩৪
৩৪৯	৪৮৫২	০.৩৬	০.৩৬
২৩৭	৪৭৯৯	৩.৯২	১.৮০
৪৪,৩৫৭	৪৮০০	০.৩৮	০.০৫
৪৪,৩৫৭	৪৮০১	০.৮৬	০.৭০
৪৪,৩৫৭	৪৮০৩	০.২৬	০.২১
২৩৭	৪৮০৫	১.৫৩	০.৯০
২৪৯	৪৮০৮	১.৭৫	০.০৫
২৪৯	৪৫০৯	৪.৩২	২.৮৫
২১৬	৪৮১০	১.৭২	১.২১
২১৬	৪৮১১	১.০৯	০.৩০
৩০,৩১, ৯৫,২৪৬	৪৮৪২	৩.৪৬	০.১০
২৮৬	৪৮৪৫	১.১৫	০.৭৫
২৮৬	৪৮৪৬	০.৭৮	০.৬৩
৩০,৩১,৯৫, ২৪৬	৪৮৪৭	০.৮৫	০.৮০
৩০,৩১,৯৫, ২৪৬	৪৮৪৮	০.২২	০.১১
৩৪৯	৪৮৫৩	০.৪০	০.০৩
৩৪৯	৪৮৫৬	৯.৩০	১.৭৫
৩১৫	৪৮৬৪	১.১৫	০.৩২

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর) পরিমাণ
২৮৫	৪৯১৫	১.৭৯	০.০৪
৩১৫	৪৯১৭	১.২৪	০.২৫
৩১৫	৪৯১৯	০.২৭	০.২০
৪০৭	৪৯২১	৬.৫৫	৩.৮০
২৮৫	৪৯২৪	০.৩৮	০.২০
২১৯	৪৯২৬	২.১০	০.১৯

মোট জমির পরিমাণ ১৮.৪৬ (আঠার দশমিক চার ছয়) একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ০৭/১৯৭৯-৮০
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা: ক্রোক, জে. এল. নং ৩৩, সিট নং-০১, উপজেলা-বরগুনা সদর, জেলা-বরগুনা।

এস,এ খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬১৭	৯৬	-	০.১০
৬১২	৯৭	-	০.১০
৬১৭	৯৮	-	০.১২
৬১৮/১	৯৯	-	০.১৫
৯	১০০	-	০.০৩

মোট জমির পরিমাণ ০.৫০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ২২(W)/১৯৭১-১৯৭২
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা-বড়-নিশানবাড়ীয়া, জে. এল. নং-৪২, সিট নং-১২, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৩৬৪	৬৫০	৮.০৪	৫.০৪

মোট জমির পরিমাণ-৫.০৪ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৪৫(W)/১৯৬৩-১৯৬৪
ফরম নং-"ঘ"
[স্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা: ক্রোক, জে. এল. নং ৩৩, সিট নং-০১, উপজেলা-বরগুনা সদর, জেলা-বরগুনা।

এস,এ খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৬	১০৩২	১৪.৯৪	০.১৪
৩০	১০৩২	১০.৪৯	০.০৮
৪৬৬	১০২৯ ১০৩০	- -	০.৪২ ০.৫২
৩৩	১০১২	২.৪৫	০.২৫

মোট জমির পরিমাণ ১.৪১ একর মাত্র

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৫১(W)/১৯৬৬-১৯৬৭
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা: বড়নিশানবাড়ীয়া, জে. এল. নং-৪২, সিট নং-১১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৬১৯	৩৩৫	১.১৬	০.৯০
২৬২০	৩৩৫	০.০৬	০.০৪
২৬২৩	৬	০.৮৫	০.৮৫
২৬২৪	১৬	১.৩৪	১.৩৪
২৬২৫	১৮৭	৫.৬১	০.০৪
২৬৩৪	১৮৪	৩.৮২	২.৪৮
২৬৫০	১৭	৪.২০	২.১২
২৬৫৬	৩২০	২.৯৭	০.৯৪
২৬৭১	৩০৩	১.০৬	০.২৮
২৬৭২	৩০৩	১.২৯	০.২৮
২৬৭৬	৩৯,৮০,১০১,২২১	০.৮৫	০.২৩
২৬৭৭	৩৯,৮০,১০১,২২১	১.৩১	০.৬২
২৬৭৮	৩৯,৮০,১০১,২২১	২.১৮	০.২৪
২৬৯৪	৩১০	১.৪৭	০.৪১
২৬৯৬	৩১০	০.৪৯	০.৪৯
২৭০৬	২০৭	০.৩২	০.৩২
২৭০৭	২০৭	১.৩০	০.৯১
২৭১০	২০৭	০.৩৫	০.৩৫
২৭১১	২০৭	০.৩১	০.০৪
২৭১২	২০৭	০.১১	০.০৩
২৭২৮	২১০	৬.৬৮	১.৬৪
২৭৩২	১৫৭	০.৭২	০.৫২
২৭৫১	১৫৭	০.৮২	০.৪৫
২৭৫২	৪১৫	০.৫৯	০.৪২
২৭৫৪	৪১৫	০.৬৫	০.২৪
২৭৭৫	৪১৫	০.১৪	০.০৩
২৭৭৬	৪১৫	০.০৬	০.০৪
২৭৭৭	৪১৫	০.০৩	০.০৩
২৭৭৮	৪১৫	০.০২	০.০২
২৭৭৯	৪১৫	০.২৫	০.২৫
২৭৮১ ২৭৮২	১০৭ ১০৭	০.৬০ ০.৬০	০.৪৬ ০.০৮
২৮১৭	১০৬	১.৪০	০.৫০
২৮১৮	১০৬	১.০১	০.০২
২৮১৯	৭৯	০.০৩	০.০৩
২৮২০	৭৯	২.২৫	০.৩৭
২৮২১	৭৯	০.৬১	০.১২
২৮৫৪	৯০,৪৩৯	০.১৩	০.০২
২৮৫৫	৯০,৪৩৯	১.৩৬	০.৫০
২৮৫৭	৪৩৭	০.২৯	০.২২
২৮৮০	৪৩৭	০.৩৮	০.২৮

মোট জমির পরিমাণ ১৯.১৫ একর মাত্র

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৫০(W)/১৯৬৬-১৯৬৭
ভূমি হুকুম দখল শাখা
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা-ছোনিশানবাড়ীয়া, জে. এল. নং-৪২, সিট নং-০৪, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৪৪৬	৮৩	০.৪০	০.০৫
১৪৪৭	৮৩	০.০৬	০.০৬
১৪৫১	৪২৩	৩.৭৩	০.৪২
১৪৫২	৪২৩	০.২১	০.০৫
১৪৫৩	৪২৩	০.৩৪	০.৩৪
১৪৫৪	৪২৩	০.৩১	০.৩১
১৪৫৭	৮৩	০.০৮	০.০৮
১৪৫৮	৮৩	০.২৩	০.২৩
১৪৬০	৮৩	১.৫৩	১.৩৬
১৪৬৩	৭১,১৫০,৩৭৬	২.২১	২.১০
১৪৬৪	৭১,১৫০,৩৭৬	০.৩১	০.৩১
১৪৬৫	৭১,১৫০,৩৭৬	৪.৮০	১.২৭
১৫১২	৩২৭	৩.৫৩	০.০৩
১৫১৯	৩২৭	২.৬৬	২.১৩
১৬০৬	৩৫১	২.৫৯	১.০৪
১৬১২	৩৫১	০.৫০	০.১৬
১৬১৩	৩৫১	০.০৬	০.০৬
১৬১৭	৬৮	০.১৬	০.০৪
১৬১৮	৬৮	১.৯৬	০.৬৮
১৬৭৪	৭৩,৭৪,৩৭০	২.৩০	০.৪৪
১৬৭৫	৭৩,৭৪,৩৭০	০.৫৪	০.৫৪
১৬৭৯	১৪৬	২.১৭	১.০০
১৭১৯	১০	১.২৯	০.৭৩
১৭২৩	৩২১	০.০৭	০.০৪
১৭২৪	৩২১	০.১০	০.০৬
১৭২৫	৩২১	১.১৩	০.৮৩
১৭৭২	৮৮	১.৮৪	০.১০
১৭৭৩	৮৮	০.২৫	০.২৫
১৭৭৪	৮৮	৩.০৩	২.৩৮
১৭৮৩	২৫৪	২.০৮	২.০৮
১৭৮৪	২৫৪	৯.৪৫	০.৩২
৬০৭৬	১৬,২৪৭	১০.৫৫	০.১৩
১৪৪৮	৮৩	০.১০	০.১০
১৪৬১	৫৪৯,৫৫১	-	০.৪০
১৪৬২	৫৪৯,৫৫১	-	০.৮১
১৫২০	৫৪৯,৫৫১	-	১.৭৩

মোট জমির পরিমাণ ২২.৬৬ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ০৬/১৯৭৪-৭৫
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২০.১৬-৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা: বড়বগী, জে, এল নং-৪৪, সিট নং-০১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৪৬	৩১৭৭	০.২০	০.২০
৫১৯	৩১৭৮	০.১৬	০.০৯
৫৪৬	৩১৬৬	৩.২১	০.৭১

মোট জমির পরিমাণ=১.০০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৫৫(W)/১৯৬৬-১৯৬৬
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ—

তফসিল

মৌজা: ছোটনিশানবাড়ীয়া, জে. এল. নং-৪১, সিট নং-০৩, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৭১১	৫৫	১.১৩	০.১২
৫৮৬	৭০	৫.৬৮	০.৭৪
৫৮৮	৭০	০.০৫	০.০৫
৫৮৯	৭০	০.২২	০.২২
৫৯০	৭০	০.১৬	০.১৬
৫৯১	৭০	০.০৫	০.০৫
৫৯৩	৭০	১.৩৬	১.৩৬
৫৯৪	৭০	১.৪২	০.৩২
৬০৫	৮৪	৩.১৭	০.৭১
৫১৪	৮৬	২.৯২	২.৩২
৫২৪	৮৬	০.৯২	০.১০
৫২৫	৮৬	২.৬০	২.৬০
৫৮৫	১৬৯	৪.৩৮	০.০৪
৫৯৭	১৬৯	১.৫৬	১.২২
৫৯৮	১৬৯	১.৫৬	১.৪২
৫৯৯	১৬৯	০.০৯	০.০৬
৬০০	১৬৯	০.১৭	০.০৬
৬০১	১৭০	৭.৯৮	২.২৮
৬০৩	২৪৫	৬.৪৫	১.৫৫
৬০৪	২৪৫	১.২৩	০.১৫
৫১৫	২৬৮	২.৭৮	১.৯০
৫১৬	২৬৮	০.৩২	০.১২
৫১৭	২৬৮	০.০২	০.০২
৫১৮	২৬৮	০.০৮	০.০৮
৫১৯	২৬৮	০.০৩	০.০৩
৫২০	২৬৮	০.৩৭	০.৩৭
৫২১	২৬৮	০.০৯	০.০৯

মোট জমির পরিমাণ ১৮.১৪ (আঠার দশমিক এক চার)একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১২(W)/১৯৭১-১৯৭২
ফরম নং-ঘ
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ—

তফসিল

মৌজা: ছোটনিশানবাড়ীয়া, জে. এল. নং-৪১, সিট নং-০৪, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১১২৭	৫৬৫	১.৪০	০.৪৫
১১২৯	৫৬৫	০.৫৪	০.৩৪
১১৩০	৫৬৫	১.৯০	১.৪১
১১৩১	৫৬৫	০.৯৫	০.৭৮
১১৩২	৫৬৫	০.৪৬	০.৩৬
১১৩৩	৫৬৫	০.৭০	০.৬০
১১৩৪	৫৬৫	১.১৬	১.০৪
১১৩৬	৫৬৫	১.০০	০.৪৫
১১৫৫	৫৬৫	০.৩৪	০.৩৪
			মোট=৫.৭৭ একর

মোট জমির পরিমাণ ৫.৭৭ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার

সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ০২(G)/১৯৭৬-১৯৭৭

ফরম নং-ঘ

[সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৭.১৪-৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

মৌজা: বড়বগী, জে, এল নং-৪৪, সিট নং-০৭, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৪৬	৩১৬৬	৩.২১	০.০৭
৯৫৯	৩১৭১	৫.১২	০.৫৫
৫১৯	৩১৭৮	০.১৬	০.০৭
৫১৯	৩১৮১	০.২০	০.০৬
৫১৯	৩১৮৮	৮.১৬	০.২২

মোট জমির পরিমাণ ০.৯৭ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৫(W)/১৯৭১-১৯৭২

"ঘোষণাপত্র"

ফরম নং-ঘ

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ১৫-০৩-১৯৭২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা খেপুপাড়া, জে, এল নং ৬, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪০৭	৬৫৫	০.১২
১২৩	৭২১	০.০৫
		মোট=০.১৭ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৩৭(W)/১৯৬২-১৯৬৩

"ঘোষণাপত্র"

ফরম নং-ঘ

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ০৫-০২-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা মধুখালী, জে, এল নং ৪৪, সিট নং ৬।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৮৯	৫৯৯৯	০.৯০
২৯,৬৭,১২	৬০০৫	২.০৪
২৯,৬৭,১২	৬০০৬	০.১০
৭৯	৬০৩৬	০.২৩
৭৯	৬০৩৭	১.৪১
৭৯	৬০৩৮	০.০৩
৭৯	৬০৩৯	০.৩৬
৭৯	৬০৪০	০.৪০
৭৯	৬০৪২	০.৪১
৭৯	৬০৪৩	১.৭০
৭৯	৬০৪৪	০.৩৮

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৭৯	৬০৪৫	০.১৬
৭৯	৬০৫০	০.০২
৩১,১০২	৬০৫১	১.৭৮
৩১,১০২	৬০৫২	১.৮২
৩১,১০২	৬০৫৮	০.৭০
	মোট জমি=১২.৪৪ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৮(W)/১৯৭৩-১৯৭৪
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-ঘ
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ২৩-১১-১৯৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা পাটুয়া জে, এল নং ৬৫, সিট নং ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১১৯	১৫০৭	১.৭২
১১৯	১৫০৯	০. ৬২
৫৪	১৫১১	০.৯৩
১৮২,১৮৮	১৫২৬	০.০৯
৫৩/১	১৫২৭	০.২৩
১৫২	১৫২৮	১.৮২
১৫১	১৫২৯	১.৩৫
২৯,৩০,২১২	১৫৩৫	০.০৫
৫৩/১	১৮৯০	০.০২
	মোট জমি=৬.৮৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ৬৫(W)/১৯৬৮-১৯৬৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-ঘ
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ১২-০৮-১৯৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা দেবপুর জে, এল নং ৬৯, সিট নং ৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৭,১৭৬	২২৭০	০.৭৪
৫,২১	২২৭১	০.৫৮
	মোট জমি=১.৩২ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নং ১৩৪(W)/১৯৬৬-১৯৬৭
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-ঘ
[স্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ০৪-১০-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চরচাপলী জে, এল নং ৩৬, সিট নং ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ(এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৮৯	২৭	০.৮০
	মোট জমি=০.৮০ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ২৪(w)/৬৫-৬৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৩-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: বালিয়াতলী, জে এল নম্বর: ১৮, সিট নং: ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৮	৪৫৫	০.০৯
৫৮	৪৫৬	২.০৮
১২৭	৪৫৪	০.৩৮
		মোট জমি =২.৫৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ১০৯ (w)/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-ঘ
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৩-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল:

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: মধুখালী, জে এল নম্বর: ৪৪, সিট নং: ২।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৯৫, ১১১	১১২৬	০.১৮
৯৫, ১১১	১১২৭	০.২৮
৯৫, ১১১	১১৩৩	০.৩১
৯৫	১১৩৪	০.৮৬
২৫	১৩৬১	০.২৫
২৫	১৩৬৪	০.১৫
২৫	১৩৬৬	০.১৮
		মোট জমি =২.২১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৩৬/১৯৬৬-৬৭
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০৯-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল:

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: শিববাড়িয়া, জে এল নম্বর: ২৬, সিট নং: ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৮১	৩০৮৮	১.০০
		মোট জমি =১.০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৩০(w)/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নম্বর-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৫-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল:

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: চান্দুপাড়া, জে এল নম্বর: ১৭, সিট নং: ৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০১	১৮২৫	২.৮৫
৩০১	১৮৩৩	০.২১
৩০১	১৮৩৭	০.৭০
২২৯	১৮৪৬	৩.০২
২২৯	১৮৪৭	০.১৪
২২৯	১৮৪৮	০.০২
	মোট জমি =৬.৯৪ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৮৮(w)/১৯৬৮-৬৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৬.১৪-৫৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৯-১০-১৯৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল:

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: খেপুপাড়া, জে এল নম্বর: ৬, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৮৭, ১৯২	৭	২.৭৬
১৮৮	১০	৫.৫০
১৯০	১৭	০.৫০
১৮৯	১৮	০.৮৫
২৪৪	২৫	০.০৮
২২৯	৩০	০.১১
২২৯	৩১	০.১৪
২২৯	৩৩	০.৩০
২২৮, ২৬৭, ৩৬০	৩৫	০.০৮
২৩৮	৩৬	০.০৪
২৩৮	৩৮	০.৩০
২৩৮	৪০	০.৫০
২৬৩	৯২	১.৬০
২১০, ৪০১	১৪৩	০.৬০
২১০, ৪০১	১৪৪	০.৭৬
২১০, ২১১	১৪৫	০.৪৫
২৭০, ৩৫৩, ৩৫৯	৩৫/৩০০ (বাটা)	০.২০
২৪৪	৯২/৩০১ (বাটা)	০.৫৬
	মোট =১৫.৩৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৭১/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-০৪-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ—

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: সেহাকাঠি, জে এল নম্বর: ৮৮, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪০১	৬৯৩	১.০৪
৫৯৬	৬৯৫	০.৩৭
২০৩	৬৯৮	১.২৪
৪৮৯	৬৯৯	১.০০
৩২৩	৭০০	০.৩৭
৩৫৬, ৫১১	৬৮০	০.৫২
	মোট =৪.৫৪ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বর: ৪/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-১২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল:

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: খেপুপাড়া, জে এল নম্বর: ৬, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৯২	২৪৩	০.৫০
	মোট =০.৫০ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বর: ৬১/১৯৬২-৬৩
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৩-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: দূর্গাপুর, জে এল নম্বর: ৩৯, সিট নং: ২।

দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১০৮৬	০.১৪
১০৮৭	০.১৫
১১০৯	০.১০
১১১০	০.০৮
১১১১	০.১৯
১১১৪	০.১৬
১১১৫	০.০৭
১১১৮	০.০৮
১১১৯	০.১৪
১১২১	০.০৯
১১২৪	০.৪৯
১১২৫	০.২৪
১১২৬	০.২৪
১১২৭	০.২৬
১১২৮	০.৪৯
১১২৯	০.৪৮
১১৩০	০.৫০
১০৬৩	০.০৯
১০৬৪	০.৩১
১০৬৫	০.২০
১০৬৬	০.০৭
১০৬৭	০.৬৫
১০৬৮	০.০৪

দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১০৭৫	০.১২
১০৭৬	০.১৭
১০৭৭	০.০৮
১০৭৮	০.১৪
১০৭৯	০.৯৫
১০৮০	০.৩০
১০৮১	০.৩১
১০৮২	০.২২
১০৮৩	০.১৪
১০৮৪	০.২৪
১০৮৫	০.১৭
১১৩১	০.৬২
১১৩২	০.৬৬
১১৩৩	০.৬৫
১১৩৫	০.৩৫
১১৩৬	০.০৮
১১৪০	০.১৮
১১৪১	০.০৮
	মোট= ১০.৭২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৬/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-ঘ
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৪-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ—

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, জে এল নম্বর: ৩৮, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৬৩৮	৫২	০.৩০
৪৪৮	৫৩	০.১৮
৪৪৮	৫৪	০.১৮
১৬৩৮	৫৯	০.৩৩
১৬৩৮	৬২	০.২৬
৪৪৮	৬৫	০.১৭
৪৪৮	৬৬	০.১৭
১৩৩২	৬৭	০.১১
৪৪৮	৬৮	০.১০
৪৪৮	৬৯	০.১০
৪৪৮	৭০	০.১০
		মোট =২.০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৯৯/১৯৬৮-৬৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং "ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৩-১৯৬৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলঃ—

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: লতাচাপলী, জে এল নম্বর: ৩৪, সিট নং: ৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬১৯	১৫৭৬	০.১৫
১০২, ১৭৯, ৩০১, ১০৮৯	১৫৮০	২.৭০
৩১৬	১৫৮১	০.১২
		মোট =২.৯৭ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৬/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৪-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: পটুয়াখালী, জে এল নম্বর: ৩৮, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৬৩৮	৫২	০.৩০
৪৪৮	৫৩	০.১৮
৪৪৮	৫৪	০.১৮
১৬৩৮	৫৯	০.৩৩
১৬৩৮	৬২	০.২৬
৪৪৮	৬৫	০.১৭
৪৪৮	৬৬	০.১৭
১৩৩২	৬৭	০.১১
৪৪৮	৬৮	০.১০
৪৪৮	৬৯	০.১০
৪৪৮	৭০	০.১০
	মোট =২.০০ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৬১/১৯৬২-৬৩
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৩-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: দূর্গাপুর, জে এল নম্বর: ৩৯, সিট নং: ২।

দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১০৮৬	০.১৪
১০৮৭	০.১৫
১১০৯	০.১০
১১১০	০.০৮
১১১১	০.১৯
১১১৪	০.১৬
১১১৫	০.০৭
১১১৮	০.০৮
১১১৯	০.১৪
১১২১	০.০৯
১১২৪	০.৪৯
১১২৫	০.২৪
১১২৬	০.২৪
১১২৭	০.২৬
১১২৮	০.৪৯
১১২৯	০.৪৮
১১৩০	০.৫০
১০৬৩	০.০৯
১০৬৪	০.৩১
১০৬৫	০.২০
১০৬৬	০.০৭
১০৬৭	০.৬৫
১০৬৮	০.০৪
১০৭৫	০.১২
১০৭৬	০.১৭
১০৭৭	০.০৮
১০৭৮	০.১৪
১০৭৯	০.৯৫
১০৮০	০.৩০
১০৮১	০.৩১
১০৮২	০.২২
১০৮৩	০.১৪
১০৮৪	০.২৪

দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১০৮৫	০.১৭
১১৩১	০.৬২
১১৩২	০.৬৬
১১৩৩	০.৬৫
১১৩৫	০.৩৫
১১৩৬	০.০৮
১১৪০	০.১৮
১১৪১	০.০৮
	মোট= ১০.৭২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৪/১৯৭৮-৭৯
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-১২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: খেপুপাড়া, জে এল নম্বর: ৬, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৯২	২৪৩	০.৫০
		মোট =০.৫০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বরঃ ৭১/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-০৪-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, মৌজা: সেহাকাঠি, জে এল নম্বর: ৮৮, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪০১	৬৯৩	১.০৪
৫৯৬	৬৯৫	০.৩৭
২০৩	৬৯৮	১.২৪
৪৮৯	৬৯৯	১.০০
৩২৩	৭০০	০.৩৭
৩৫৬, ৫১১	৬৮০	০.৫২
		মোট =৪.৫৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল এ কেস নম্বরঃ ১৯(W)/১৯৭৩-৭৪
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-১১-১৯৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: ধানখালী, জে এল নম্বর: ৭২, সিট নং: ২

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪৪	১০১৬	১.৪৬
৪৪	১০১৭	০.২২
৪৪	১০২১	০.১৪
৪৪	১০২৩	০.২০
৩০৬	১০২৫	০.২৮
২১৭	১০৩০	০.৭২
৩০৬	১০৩২	১.২৫
৪৪	১০৩৩	০.২৮
৩০৬	১০৩৪	০.২০
৩০৬	১০৩৫	১.৬৬
৩০৬	১০৩৬	০.০৫
১২০	১০৪০	১.১৯
৪৪	১০৪১	০.৭৩
৪৪	১০৫৯	০.৪৫
২৩	১০৬০	০.৮০
৩০৭	৮৫২	০.৪০
	মোট =১০.০৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বর: ২১(w)/১৯৬৫-৬৬
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-০৩-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজ া: লেমুপাড়া, জে এল নম্বর: ১৯, সিট নং: ৪।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৩/১	১৫৮২	০.১১
৩৩/১	১৫৭৩	১.৬৬
৩০	১৫৮০	০.১১
১২	১৫৮৭	০.১৪
৩০	১৫৭৯	০.৬৩
৬৮	১৬৯৬	১.১৪
১২৫	১৬৯৭	৬.২৮
	মোট =১০.০৭ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ, কেস নম্বর: ৩৬(w)/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৬-০৬-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: আনিপাড়া, জে এল নম্বর: ৪, সিট নং: ৩।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৪৯, ৪২৩	২৯৩৯	০.০২
১৭৪	৩৩৫৭	০.১১
১৭৪	৩৩৫৮	০.১৩
১৭৪	৩৩৫৯	০.৩৭
২০২	৩৩৬০	০.৫৫
২০২	৩৩৬১	০.১৭
৪৩	৩৩৬২	০.২৫
৪৩	৩৩৬৩	০.৬০
৪৩	৩৩৬৪	০.৮৫
৪৩, ৩৩২, ৪০৩	৩৩৬৫	০.২৪
৩৩২, ৪০৩	৩৩৬৬	০.৬৬
৩৩২, ৪০৩	৩৩৬৭	০.০৫
৩১৭, ৪৭৬	৩৩৬৮	০.৩২
৩১৭, ৪৭৬	৩৩৬৯	০.২৪
৩৩২, ৪০৩	৩৩৭০	০.৪৪
৩৪৮	৩৩৭৩	০.৪৩
	মোট =৫.৪৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বর: ৩২(w)/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-১১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: ডালবুগঞ্জ, জে এল নম্বর: ২৯, সিট নং: ২ ও ৩

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭৮	৬৩১	০.৩৬
১৭৮	৬৩৭	০.১২
১৭৭	৬৩৮	০.০১
৪৪১	১২০৮	০.৫২
	মোট জমি=১.০১ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল. এ. কেস নম্বর: ৭৬(w)/১৯৬৪-৬৫
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-৫৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা: পটুয়াখালী, উপজেলা: কলাপাড়া, মৌজা: চরচাপলী, জে এল নম্বর: ৩৬, সিট নং: ১।

খতিয়ান (এসএ)	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২২৬	২৮	০.১৫
১০০	৩০	০.১৪
৮৯	৩২	০.৩৯
৮৯	৩৩	০.১১
২০৫	৩৪	০.২৫
২০৫	৩৫	০.৬৫
২০৫	৩৮	০.১৪
৩০৪	৩৯	০.৪১
	মোট =২.২৪ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ মার্চ ২০১৬

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-৩)/৫১—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা পঞ্চগড় জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মনিরা পারভীন, স্বামীঃ আজিজার রহমান আজু, গ্রামঃ ডোকরো পাড়া, পোঃ পঞ্চগড় সদর, উপজেলা ও জেলাঃ পঞ্চগড়।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম হোসনে আরা, স্বামীঃ আলতাফ হোসেন, গ্রামঃ রোশনা বাগ, পোঃ পঞ্চগড় সদর, উপজেলা ও জেলাঃ পঞ্চগড়।	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মহচেনা বেগম, স্বামীঃ মৃত ওবায়দুর রহমান, গ্রামঃ ধাক্কামারা, পোঃ পঞ্চগড় সদর, উপজেলা ও জেলাঃ পঞ্চগড়।	সদস্য
(৪)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	বেগম বিলকিস বানু, স্বামীঃ আজাহার আলী, গ্রামঃ মসজিদ পাড়া, পোঃ পঞ্চগড় সদর, উপজেলা ও জেলাঃ পঞ্চগড়।	সদস্য
(৫)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবা	বেগম হোসনে আরা বেগম রেনু, স্বামীঃ সাবদার আলী, গ্রামঃ ইসলাম বাগ, পোঃ পঞ্চগড় সদর, উপজেলা ও জেলাঃ পঞ্চগড়।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম মনিরা পারভীন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-৩)/৫২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, সিলেট এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা সিলেট জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবা	বেগম রুবি ফাতেমা ইসলাম, স্বামীঃ মৃত মোঃ অহিদুল ইসলাম তোফা, মিরাবাজার, মিতালী-১, সিলেট।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	বেগম সালমা বেগম, পিতা-মরহুম ইর্শাদ আলী, শুভেচ্ছা-৪২৩, শেখঘাট, সিলেট।	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম শামসুন্নাহার বেগম মিনু, স্বামীঃ সৈয়দ মঞ্জুর কাদের, ৯৫ হাউজিং এষ্টেট, সিলেট।	সদস্য
(৪)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম শাহানারা বেগম, স্বামীঃ মৃত মোঃ মোস্তাক হুসেন, দিশারী ৭০, হাওয়াপাড়া, সিলেট।	সদস্য
(৫)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম জোৎস্না দাস, স্বামীঃ মৃত দুর্গেশ দাস, মিরাবাজার, ৩৫ কাষ্টঘর, সিলেট।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম রুবি ফাতেমা ইসলাম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১২-০৮-২০১৫ তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদ স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারন করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ তরতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ ফাল্গুন ১৪২২/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৬.১৫-১২৮—যেহেতু, জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভুঞাঁ (০১৮১৮৮), প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৬৬/১৬৭/৪৭৭ (ক)/২১৭/১০৯/২০১ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় কোতয়ালী (চট্টগ্রাম) থানার চার্জশীট নং-৫৩৩, গত ১৪-১০-২০১৪ তারখে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত চার্জশীটের বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে চার্জশীট দাখিলের তারিখ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় ;

যেহেতু, তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করলে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৬১১৯/২০১৫ এর ভিত্তিতে গত ০৯-০৬-২০১৫ তারিখে সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি ৬ মাসের জন্য স্থগিত করে দেন এবং বিজ্ঞ আদালতে দায়েরকৃত মামলার বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৪৭৩/২০১৫ মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত (পরবর্তিতে শুনানিঅন্তে এ বিষয়ে মাননীয় আদলতের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে চাকুরিতে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ;

সেহেতু, বিজ্ঞ আদলতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভুঞাঁ (০১৮১৮৮), প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাঁকে ভূতাপেক্ষভাবে চাকুরিতে পুনর্বহালসহ বরখাস্তাকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন ১৪২২/৯ মার্চ ২০১৬

নং সবিম/শা-৬/প্রত্নঃ অধিঃ-০৬/২০০৯-২২১—১৯৬৮ ইং সালের (১৯৭৬ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ		জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজা ও খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক এর জন্ম ভবন গ্রাম-সাতুরিয়া ইউনিয়ন-সাতুরিয়া উপজেলা-রাজাপুর জেলা-ঝালকাঠী।	মৌজা ১নং সাতুরিয়া (সিট নং ১) সি.এস. খতিয়ান নং ২১৬	সি.এস. দাগ নং-১০১১	০.৫৪	উত্তর-১১৩৪ দাগ	সি.এস ওসত হাওলা সর্বতউল্লা আঃ করিম পিং-মৃত রাহাতউল্লা, মৌলভি বজলুল হক পিং-মৃত মৌঃ মহাম্মদউল্লা	হ্যাঁ
		আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭১	আর.এস.দাগ নং ১১৩৯ ১৩৯২	০.০৩	দক্ষিণ-১১৩৯ দাগ		
		এস.এ. খতিয়ান নং ৫০২	এস.এ. দাগ নং ১১৩৯ ১৩৯২	০.০৩	পূর্ব-১১৫৫ দাগ (রাস্তা)	আঃ মজিদ আঃ রশিদ, আঃ জলিল, পিং-আঃ হামিদ মিয়া।	
		নতুন সৃজিত এস.এ. খতিয়ান নং ১৪১৯	বি.এস দাগ নং (গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় তথ্য দেওয়া গেল না)		পশ্চিম-১১৩৫ দাগ	(সি.এসএর মালিকানা সংশোধন করা হল)	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুরাইয়া খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১২ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ /২৭ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-৪৪৫—বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩য় আদালত, সিলেট-এর দরখাস্ত মামলা নম্বর ৬৯/১৪, তারিখ: ২২-১২-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী জনাব তারেক রহমান গত ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্যের ইস্ট-লন্ডনস্থ অ্যাট্রিয়াম ব্যাংকোয়েট হলে যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বক এবং উহার সার্বভৌমত্ব বিলোপকরণকে সমর্থন করা উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান তথা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে 'রাজাকার' এবং গণহত্যায় জড়িত মর্মে বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৩-ক ধারায় মামলা রুজু ও তদন্ত করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৫-৪৪৬—বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, সিলেট-এ দরখাস্ত মামলা নম্বর ১৩৫৯/১৪, তারিখ: ২১-১২-২০১৪ খ্রিঃ মূলে বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী জনাব তারেক রহমান গত ১৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্যের ইস্ট-লন্ডনস্থ অ্যাট্রিয়াম ব্যাংকোয়েট হলে যুক্তরাজ্য বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বক এবং উহার সার্বভৌমত্ব বিলোপকরণকে সমর্থন করা উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান তথা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে 'রাজাকার' এবং গণহত্যায় জড়িত মর্মে বক্তব্য প্রদান করার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৩-ক ধারায় মামলা রুজু ও তদন্ত করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ **খায়রুল আলম সেখ**
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.২০১৫-১২৯—ডিএমপি, ঢাকার শাহবাগ থানার সাধারণ ডাইরী নং-২৮৭, তারিখ ৬-১-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামীসহ অন্যান্য মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের ফাঁসী না দিয়ে তাদেরকে খালাস দেয়ার জন্য অভিযুক্ত বাবুল আহমেদ (৩৫), পিতা হাজী লাল মিয়া, সাং-খশিবন্দ, কেয়াছায়া, (বৈরাগীবাজার), থানা-বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট নিজ হাতে চিঠি লিখে তা ডাকযোগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম এর নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত চিঠিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারপতিদের নিয়ে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে যা পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২৪-ক ধারার অপরাধ। উক্ত ঘটনা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বিধায় পেনাল কোড, ১২৪-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৮.২০১৪-১৩০—সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মামলা নং ০৩, তারিখ ১-৪-২০১১ খ্রিঃ আসামীগণ বেআইনী জনতাবদ্ধে "অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র" করতঃ আওয়ামীলীগের কার্যালয়, মাননীয় প্রাধনমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাংচুর করেছেন যা পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ১২০-খ ধারার অপরাধ। উক্ত ঘটনা "অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র" বিধায় পেনাল কোড, ১২০-খ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬-ক ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.২০১৬-১৩১—ডিএমপি, ঢাকার লালবাগ থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ ১৭-২-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(২)(অ)/৭ ধারায় মামলার আসামীগণ লালবাগ থানাধীন নিউমার্কেট ক্রসিং নামক স্থানে পাকা রাস্তার উপর জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে নিজ হেফাজতে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে ও বিস্ফোরক ঘটানোর চেষ্টা করে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.২০১৬-১৩২—ডিএমপি, ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নম্বর-২২, তারিখ ২২-১-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৮/৯ ধারায় মামলার আসামীগণ উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ১৩নং সেক্টরস্থ গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ এর শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটির পূর্ব পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হয়ে, নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন দেয়ার জন্য আহ্বান করা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন 'হিযবুত তাহরীর' লিফলেট নিজ হেফাজতে রাখার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.২০১৬-১৩৩—সিএমপি, চট্টগ্রাম হালিশহর থানার মামলা নম্বর-০২, তারিখ ০১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (উ)/৭/১০/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ হালিশহর থানাধীন গোল্ডেন কমপ্লেক্স আ/এ কে-ব্লক সংলগ্ন হালিশহর ওয়াপদার পিছনে বিআইএ ম্যানশন এর ২য় তলা ফ্লাটের দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, বোমা, গোলাবারুদ, বোমা বানোনোর সরঞ্জাম মজুদ ও দখলে রেখে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ২৩ ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ /০৬ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৩-১৩৮—নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ০৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(২) এর (ই),(ঈ),(উ)/১০/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ সদর মডেল থানাধীন চাষারস্থ সায়াম প্লাজা মার্কেটের সামনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটন, গোপন ষড়যন্ত্র, অপরাধ সংঘটনে পরস্পরকে সহায়তা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৫.১৬-১৩৯—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর বন্দর থানার মামলা নম্বর-০৯, তারিখ ১৬-০৩-২০১৫ খ্রিঃ "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ৬(২) এর (ই)/১২ ধারায় মামলার আসামীগণ বন্দর থানাধীন ব্যারিস্টার কলেজের বিপরীত পার্শ্বে সৈকত ফিলিং স্টেশনের পাশের গলিতে বেআইনীভাবে জনতাবদ্ধ হয়ে গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করতঃ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দ্বারা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}" এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-১৪১—বগুড়া জেলার গাবতলী থানার মামলা নম্বর-০৮, তারিখ ০৭-০৭-২০১৫ খ্রিঃ আসামী মোঃ আতিকুর রহমান @ আতিক (২৮), পিতা-মোঃ আবেদ আলী মন্ডল, সাং-সন্ধ্যাবাড়ী উত্তরপাড়া, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া এর বসত বাড়ীর টিনশেড পাকা দক্ষিণ দুয়ারী বসত ঘরের মধ্যে আলনার পিছনে একটি শপিং ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন নাগরিকদের ৪৩ (তেতাল্লিশ)টি পাসপোর্ট অবৈধভাবে নিজ হেফাজতে রেখে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(চ) ধারায় অপরাধ বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১ মার্চ ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৯.২০১৪-১৭৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহিদ হাসান (১১২৯৬৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনা গত ১-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৪-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৯.২০১৪-৫৯২ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ৪-৫-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৯.২০১৪-২৪৭ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১৪-১-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৩১.২০১৫-১২নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৭-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ জাহিদ হাসান (১১২৯৬৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মদন, নেত্রকোনাকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১-১১-২০১৩ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৬ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৪.২০১৪-১৮৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ গোলাম মুক্তাদির খান (১২৭২২৪), সহকারী সার্জন, পলবান্ধা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইসলামপুর, জামালপুর গত ১৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৩-৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৪.২০১৪-৭৫৬ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৪-৬-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৪.২০১৪-৩৫২নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৫-১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০৩৭.২০১৫-২১নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৫-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ গোলাম মুক্তাদির খান (১২৭২২৪), সহকারী সার্জন, পলবান্ধা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইসলামপুর, জামালপুর-কে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৪.২০১৪-১৯০—যেহেতু, ডাঃ আখতার আহম্মেদ চৌধুরী (৩৮৭৯৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, ইএনটি, জেলা হাসাপাতাল, শেরপুর গত ২৮-৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ২৭-৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ সরকারি চাকুরীতে তার অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু বিএসআর (পার্ট-১) এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তার চাকুরী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ আখতার আহম্মেদ চৌধুরী (৩৮৭৯৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, ইএনটি, জেলা হাসাপাতাল, শেরপুর এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২৮-৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হ'ল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৭ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৩.২০১৫-১৯১—যেহেতু, ডাঃ সুখেন্দু শেখর সেন (১১১৩৩৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৫-১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯৩.২০১৫-৬১নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২-৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সুখেন্দু শেখর সেন (১১১৩৩৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২২.২০১৬-১৯৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ফিরোজ (১০১৫০৯৮), মেডিকেল অফিসার, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, কুষ্টিয়া 'ইয়াবা বড়ি'সহ পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ (জিআর-১০৯/১৫) মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে গত ১৪-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জেল হাজতে প্রেরিত হন;

যেহেতু, বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ফিরোজ (১০১৫০৯৮), মেডিকেল অফিসার, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, কুষ্টিয়াকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ১৪-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯০.২০১৫-১৫১—যেহেতু, ডাঃ অমিত কুমার তরফদার (১৩০০১১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এবং সংযুক্ত মেডিকেল অফিসার/সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজৈর, মাদারীপুর বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭..০০.০৯০.২০১৫-৫২৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৬-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্থ থাকায় কর্মস্থলে অনিয়মিত ছিলেন। তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল পুনরায় না করার বিষয়ে অংগীকারাবদ্ধ হন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ অমিত কুমার তরফদার (১৩০০১১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এবং সংযুক্ত মেডিকেল অফিসার/সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজৈর, মাদারীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। তার ৩০-৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৩.২০১৫-১৫৩—যেহেতু, ডাঃ সোনিয়া চৌধুরী (১২২৯২৯), মেডিকেল অফিসার, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৭-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬৩.২০১৫-৮৯৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৭-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ৮-৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-৯-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রথম মাতৃত্ব ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। তার হাইরিস্ক প্রেগনেন্সীর ৫ম মাসেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছুটি ভোগ করতে যেতে হয়। পূর্বে তার প্রথম এবং ২য় প্রেগনেন্সীতে বিভিন্ন জটিলতা হয়। ৩য় প্রেগনেন্সীতে তার রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় বাচ্চার গ্রোথ রিটারডেশনের কারণে তাকে অগ্রিম ছুটিতে যেতে হয়। প্রসব পরবর্তী সময়ে নবজাতকের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে তার বাচ্চার বয়স ছিল মাত্র ৩(তিন) মাস। সে কারণে তার মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হবার পর তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট অর্জিত ছুটির আবেদন করেন। বর্তমানে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ এবং চিকিৎসকের পরামর্শমতে কাজে যোগদান করতে সক্ষম;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সোনিয়া চৌধুরী (১২২৯২৯), মেডিকেল অফিসার, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। তার ১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯২.২০১৫-১৫৪—যেহেতু, ডাঃ কাজী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্যা (১১২৮১৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা গত ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৭-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২০-১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৯২.২০১৫-৪৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৭-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, শিশু সন্তান এবং অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতামাতার দেখভালের দায়িত্ব তার উপরে থাকায় তিনি তার পদায়নকৃত কর্মস্থল পুনর্বিবেচনাপূর্বক ঢাকার নিকটস্থ স্থানে পদায়নের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে ৭-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাকে জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লায় পদায়ন করা হয়। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা তার ভুল ছিল এবং অদুর ভবিষ্যতে এমন ভুল হবে না বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ কাজী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্যা (১১২৮১৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থো-সার্জারী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তার বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তার ১৪-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৭-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১১.২০১৪-৩১—যেহেতু, ডাঃ আতিয়া আফরীন (১০২১৩৫৪), সহকারী সার্জন, বিশকাকনী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পূর্বধলা, নেত্রকোনা গত ১৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে;

যেহেতু, উপরোক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে গত ১৩-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। সে কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করানো হয় এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং তিনি এতেও জবাব প্রদান না করায় তাকে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এর মতামত চাওয়া হয়। পিএসসি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন।

যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণে সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায়, ডাঃ আতিয়া আফরীন (১০২১৩৫৪), সহকারী সার্জন, বিশকাকনী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পূর্বধলা, নেত্রকোনা কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ হতে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হল।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়: বাংলাদেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে সার্ক কোটায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রসংঙ্গে।

নং স্বাপকম/চিশি-১এমবিবিএস ও বিডিএস/বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি-০১/২০১৫-২০৬—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে সার্ক কোটায় বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বর্তমান বরাদ্দকৃত ৮৯টি আসনের ১০% বর্ধিত করে আরো ৯(নয়)টি আসন বৃদ্ধি করা হলো।

খান মোঃ নূরুল আমীন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ফাল্গুন ১৪২২ বঃ/ ৯ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.০২৭.০০২.১৬-২৮০—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নরজরুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর আদালতে দায়েরকৃত মামলা নং (১) ১৯৪/১৪ বিশেষ ক্ষমতা, নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং-৩২, তারিখ ৩০-৩-২০১৩, জি আর-১৩১/১৩, ধারা: বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ১৫(৩); (২) ২১০/১৪ বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ১৫(৩); (৩) ২০৯/১৪ বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ১৫(৩) তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ ধারা এবং আমলি আদালত 'ক' অঞ্চল চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর আদালতে দায়েরকৃত (৪) নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং ৫১, তারিখ ২৭-২-২০১৩, জি আর ৯৬/১৩, ধারা ১৪৩/১৪৭/৩২৩/৩৩২/৩৫৩/৩৪ দঃবিঃ ও (৫) নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং-১৬, তারিখ ১৮-৩-২০১৩, জি আর-১১৫(ক)/১৩ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/ ৩৩৩/ ৩৫৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৩৪ দঃবিঃ মামলার দাখিলকৃত অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, বর্ণিত পাঁচটি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলীকৃত অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় এবং বর্তমানে কারাগারে আটক থাকায় আপনার দ্বারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব মোহাম্মদ নরজরুল ইসলাম'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আসাদুজ্জামান
উপসচিব (পৌর-১)।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.০৬৬.১৫/১৫৩—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৪২(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ বিভাগের গত ১৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নং ৪৬.০০.০০০০. ০৬৪.০৩১.০৮৯.১৪/১৭৯১ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে সরকার পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া পৌরসভার কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা দানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি ২(দুই) জনকে পৌর সহায়তা কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করল।

১	জনাব তালুকদার এনামুল কবির, পিতা-মৃত আব্দুল আলী তালুকদার, দক্ষিণ শিয়ালকাঠী, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।	সদস্য
২	জনাব মোঃ শওকত ইকবাল মিটুল মল্লিক, পিতা-মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মল্লিক, লক্ষিপুরা, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।	সদস্য

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী গঠিত কমিটির সদস্য হিসাবে ভান্ডারিয়া পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিযুক্ত প্রশাসককে সহায়তা করবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, কে, এম আনিছুজ্জামান
সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
নীতি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ জুন ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০.০৬০.২২.০১১.১৪-৭৫—বিগত ২১ মার্চ ২০১৬/০৭ চৈত্র ১৪২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬" অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধ্যায় ১
ভূমিকা

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার রূপকল্প স্থির করেছে। যার বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পায়নকে মূলভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের টেকসই উন্নয়নে সরকার বদ্ধ পরিকর।

বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সে কারণে উভয় খাতের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময় শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার শিল্পনীতি ২০১০ যুগোপযোগী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বিকাশে সরকারি পর্যায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ এর নির্দেশনার আলোকে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছেঃ

ক. অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ;

খ. আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশজ উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;

গ. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একইসাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া;

ঘ. সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;

ঙ. জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

চ. ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার;

ছ. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন;

জ. উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

শিল্পায়নে সরকারের মূল ভূমিকা হবে শিল্প সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশল/কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান। দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে সময়ে সময়ে এর লক্ষ্যসমূহ পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায় ২

শিল্পায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

শিল্পনীতির লক্ষ্য

২.১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

২.২ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান ২৯ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ, শ্রমশক্তির অবদান ১৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ;

২.৩ শিল্পায়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে (inclusive growth) ভূমিকা রাখা।

২.৪ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

১. শিল্প (উৎপাদন ও সেবা) প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত সৃষ্টি এবং দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা;

২. দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

৩. ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি;

৪. রপ্তানিমুখী (Export-oriented) শিল্প স্থাপন ও বহুমুখীকরণ;

৫. টেকসই পরিবেশবান্ধব শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান;

৬. এলাকাভিত্তিক কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ, প্রাকৃতিক, সামুদ্রিক ইত্যাদি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষায়িত শিল্পের উন্নয়ন;

৭. শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগতমান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৮. তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে দেশের শিল্প খাতকে সক্ষমকরণ;

৯. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

১০. দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

২.৫ কর্মকৌশলসমূহ

শিল্পনীতি ২০১৬ এর যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা হবেঃ

১. গতিশীল দক্ষ শিল্প ও সেবা খাত গড়ে তুলতে শিল্পনীতি ২০১৬ এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-৯) বাস্তবায়ন;

২. উৎপাদনভিত্তিক রপ্তানিমুখী এবং পশ্চাৎপদ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপযোগী শিল্প স্থাপন;

৩. মানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কারখানায় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং গৃহীত ব্যবস্থার অনুসরণ;

৪. দেশজ সম্পদ ও সম্ভাবনার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ;

৫. রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান ও বাজারজাতকরণে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং পরীক্ষাগারসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৬. শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সঠিক এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার;

৭. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার লক্ষ্যে আইন, বিধি ও নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ;

৮. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ;

৯. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধান সহজীকরণ এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান;

১০. দেশিয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে স্থানীয় দক্ষতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান;

১১. দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত ও কার্যকর সমন্বয়করণ;

১২. শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।

অধ্যায়-৩

শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস

৩ ব্যাপক অর্থে শিল্প বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে।

৩.১ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড।

৩.২ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সকল কর্ম সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেবা শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশিত আছে।

৩.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হবেঃ

বৃহৎ শিল্প

৩.৩.১ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যে সকল তৈরি পোশাক/ শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সে সকল তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩.২ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

মাঝারি শিল্প

৩.৩.৩ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

৩.৩.৪ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

৩.৩.৫ কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ক্ষুদ্র শিল্প

৩.৩.৬ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৭ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৮ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

মাইক্রো শিল্প

৩.৩.৯ 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১০ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১১ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কুটির শিল্প

৩.৩.১২ 'কুটির শিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

৩.৩.১৩ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

হস্ত ও কারুশিল্প

৩.৩.১৪ 'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

হাইটেক শিল্প

৩.৩.১৫ 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

সৃজনশীল শিল্প

৩.৩.১৬ 'সৃজনশীল শিল্প (Creative Industry)' বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমনঃ এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফ্টওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফটওয়ার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

সংরক্ষিত শিল্প

৩.৩.১৭ সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংরক্ষিত শিল্পখাতের তালিকা পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প

৩.৩.১৮ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট ১ এ বর্ণিত আছে।

অগ্রাধিকার শিল্প

৩.৩.১৯ 'অগ্রাধিকার শিল্প (Priority Sector)' বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। অগ্রাধিকার শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত আছে।

নিয়ন্ত্রিত শিল্প

৩.৩.২০ প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তিখাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন-সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৩.২১ নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারবে না।

পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority)

৩.৩.২২ পোষক কর্তৃপক্ষ বলতে কোন বিশেষ শ্রেণি/খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে। Allocation of Business অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/দপ্তর সংশ্লিষ্ট খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবে। কোন একটি শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকবে।

নারী শিল্পোদ্যোক্তা

৩.৩.২৩ যদি কোন নারী 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন (ন্যূনতম) ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

শিল্পনীতির প্রাধান্য

৩.৩.২৪ পরবর্তী শিল্পনীতি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

৩.৩.২৫ বাস্তবতা ও সময়ের নিরিখে এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের সাথে উপরে উল্লিখিত শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তনযোগ্য।

৩.৩.২৬ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই শ্রেণিবিন্যাসে নতুন শিল্পখাত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে তবে শিল্পনীতির সংশোধন ব্যতিরেকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কোনরূপ সংশোধন করা যাবে না।

৩.৩.২৭ অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা কিংবা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালায় শিল্পের কোন সংজ্ঞা বা শ্রেণিবিন্যাসের উল্লেখ থাকলেও উদ্ভূত বিতর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস প্রাধান্য পাবে।

৩.৩.২৮ জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন অথচ শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা করা হয়নি, কিংবা শিল্পনীতির সাথে সাংঘর্ষিক সরকারের অন্য কোন নীতি, বিধি-বিধান, কিংবা শিল্পনীতির কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ যে ব্যাখ্যা এবং নির্দেশনা প্রদান করবে তা প্রাধান্য পাবে এবং শিল্পনীতির অংশ হিসেবে গৃহীত হবে।

অধ্যায় ৪
বিনিয়োগ প্রণোদনা

৪.১ দেশে গতিশীল শিল্পায়ন এবং টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত ও উপখাতগুলোতে যুগোপযোগী পৃথক বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ/প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবেঃ

ক. মূলধনী বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি;

খ. উৎপাদিত পণ্যের উপর থেকে কর ও শুল্ক অব্যাহতি;

গ. এ্যাক্রেডিটেশন সনদের ফি/চার্জ এবং বীমা স্কীমের প্রিমিয়ামের খরচ পুনর্ভরণের ব্যবস্থা;

ঘ. চলতি মূলধনের সুদের উপর ভর্তুকি ইত্যাদি।

৪.৩ এলাকাভেদে বিভিন্ন শিল্প খাত-উপখাত বিদ্যমান আয়কর বিধি-বিধান অনুযায়ী কর অবকাশ ও অবচয় সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

৪.৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা (Special Incentives) ও আর্থিক সহায়তা যেমন-শুল্ক/কর অব্যাহতি (Tax Exemptions), দ্বৈতকর প্রদান থেকে অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের বিষয়টি বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশ, The Customs Act এবং মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প খাত বিশেষ প্রাধান্য পাবে।

৪.৫ শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর যৌক্তিকীকরণ করা হবে।

৪.৬ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার সম্পূর্ণরূপে তৈরী (Finished) পণ্য আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে কম হবে।

৪.৭ (ক) গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষি পণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইকো-প্রোডাক্ট এবং ডেইরি শিল্পের জন্য মূল্য সংযোজন কর সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(খ) স্থানীয় শিল্প প্রতিরক্ষণে অধিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পূর্ণাঙ্গ ও স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদান সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানে নির্ধারিত হবে।

৪.৮ উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত এবং রপ্তানি বাণিজ্যে তুলনামূলক অধিক অংশীদারিত্বের জন্য নগদ প্রণোদনা (ক্যাশ ইনসেনটিভস্) ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হবে।

৪.৯ হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে এবং এ সুবিধা গ্রহণের জন্য হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বার্ষিক টার্নওভারের সীমা সরকার কর্তৃক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হবে। হস্ত ও কারুশিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নে আর্থিক, রাজস্ব ও বিপণনসহ বিবিধ প্রণোদনার ক্ষেত্রে হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫ প্রযোজ্য হবে।

৪.১০ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত পূর্ণাঙ্গ জেনারেটর ও বিদ্যুতের স্থানীয় উৎপাদন এবং বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল এর আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে সুবিধাদি বিদ্যমান কর বিধি অনুযায়ী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য প্রণোদনা

৪.১১ অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মত একই সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

৪.১২ বিনিয়োগকৃত মূলধনের পূর্ণ প্রত্যাবাসন এবং লাভ ও ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সুবিধা_অব্যাহত থাকবে। অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী যদি তার প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেন্ড বা অর্জিত লাভ পুনরায় বিনিয়োগ করেন তাহলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করার বিধান অব্যাহত থাকবে।

৪.১৩ প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য কোটা সুবিধা বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী কার্যকর থাকবে।

৪.১৪ বাংলাদেশে (ক) শিল্প খাতে বিনিয়োগকারী (খ) বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী এবং (গ) এ দেশ থেকে যে সব অনাবাসি বিদেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানি করেন সে সব অনাবাসি বাংলাদেশিকে CIP পদমর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

৪.১৫ অনাবাসি বাংলাদেশিদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইসিবি ব্যবস্থাপনায় 'প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্প বিনিয়োগ মিউচ্যুয়াল ফান্ড' গঠন করা হবে।

অন্যান্য প্রণোদনা

৪.১৬ রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির জন্য যেকোনো বিদেশি সহযোগী, ফার্ম, কোম্পানি ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত ফি-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আলোকে দ্বৈত কর অব্যাহতির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.১৭ যে সকল দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহারের চুক্তি নেই সে সকল দেশের ক্ষেত্রেও সরকার যথাযথ বলে বিবেচনা করলে দ্বৈত কর হতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪.১৮ শিল্পখাতের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় গ্যাস এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৯ সবুজ শিল্পায়ন তথা পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী (Renewable Energy) ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানাকে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে।

৪.২০ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং ব্যয় সাশ্রয়ী আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষম শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে।

৪.২১ বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশের অর্থনীতির সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বৃহৎ আকারের শিল্প উদ্যোগকে ইপিজেড এলাকার শিল্পসমূহকে যে ধরনের সুবিধা ও প্রণোদনা দেয়া হয় তার সমতুল্য প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

৪.২২ শিল্প অবকাঠামো এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ, আইসিটি, পরিবহন, পোর্ট, টেলিকমিউনিকেশন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার ইত্যাদি খাতে বৃহৎ আকারের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৪.২৩ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন এবং বিশেষায়িত সেবা প্রদান উৎসাহিত করা হবে।

৪.২৪ শিল্পখাতে বিকল্প অর্থায়নের জন্য মূলধন বাজারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.২৫ দেশিয় শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শিল্প ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য প্রতি বছর 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি সম আচরণ

৪.২৬ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত একই ধরনের শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না।

অধ্যায় ৫

ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন

৫.১ এসএমই নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট এবং মেয়াদভিত্তিক জাতীয় এসএমই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে। বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং এসএমইর বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার এবং ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৫.২ এসএমই শিল্পখাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণে নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করা হবেঃ

৫.২.১ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত জামানতবিহীন এবং সিঙ্গেল ডিজিট সুদের হারে অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হবে যাতে এসএমই শিল্পের ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন সুসংহত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ তহবিলসমূহের মাধ্যমে এসএমই খাতকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে।

৫.২.২ এসএমই খাতে ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২.৩ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং একইসাথে বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫.৩ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উৎপাদনমুখী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৪ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নে সমস্যা চিহ্নিত করে জামানতবিহীন এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.৫ স্থানীয়/দেশিয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কর্মকাণ্ড সাবকন্ট্রাকটিং/আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয়/দেশিয় এসএমইদের দ্বারা পরিচালনা উৎসাহিত করা হবে।

৫.৬ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বহুমুখী বাজার সুবিধা সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী এসএমইদেরকে বিদ্যমান আর্থিকসহ সকল প্রণোদনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.৮ আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনাসহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ সরকার ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বে বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত এসএমই ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প পার্ক, কমন ফ্যাসিলিটি কেন্দ্র, ডিজাইন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প খাতের সুষম উন্নয়ন ও কার্যকর বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতভিত্তিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নিয়মিতভাবে জাতীয় এসএমই শুমারি পরিচালনা করবে।

৫.১১ নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফিন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে।

৫.১২ এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নে 'One Village one Product (OVOP)' নীতি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫.১৩ প্রতিটি জেলায় এসএমই পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ পরামর্শ কেন্দ্রগুলো এসএমই শিল্প প্রসারে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসা স্থাপন থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, পরামর্শক সেবা ইত্যাদি এ ওয়ানস্টপ সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

অধ্যায়- ৬

অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প, হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠা

৬.১ শিল্প ক্লাস্টার ও শিল্প পার্ক-এর অবকাঠামো, অনুন্নত এলাকায় স্থাপিত শ্রম নিবিড় শিল্পের উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা এবং পিপিপি উদ্যোগে সম্পদ বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাস জমি ও চরাঞ্চলের ভূমি নিয়ে একটি Land Bank প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠায় Land Bank থেকে ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬.২ বিদ্যমান সরকারি শিল্প কারখানার অব্যবহৃত জমিসহ সরকারি খাসজমিতে এবং পরিবেশসম্মতভাবে চর উন্নয়ন করে ক্লাস্টার/মনোটাইপ শিল্পনগরী স্থাপনে পিপিপি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৬.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ অনুযায়ী শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৪ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় সহযোগী (এনসিলারি) শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং সেবামূলক শিল্প গ্রাম (Industrial Village) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.৫ প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এই নীতিমালায় সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত খাতসমূহ ব্যতীত উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৬ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হবে। সে সাথে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আস্থা অর্জনে সহায়ক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৭ পরিকল্পনাবিহীন যত্রতত্র শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে। মেট্রোপলিটন শহরে স্থাপিত দূষণপ্রবণ শিল্পসহ অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানান্তর করা হবে। স্থানান্তরে উদ্যোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৬.৮ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত শিল্প এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বকে গুরুত্ব দেয়া হবে। স্থানীয় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বিবেচনায় শিল্প স্থাপনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.৯ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান করা হবে। সরকারি বিদ্যমান আইন কাঠামোর ভেতর বিশেষ শুল্ক ও কর সুবিধা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

৬.১০ যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উপরে উল্লিখিত শিল্প এলাকায় স্থাপিত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যের হাউজ সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া, রপ্তানিমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসমূহকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিসক্ষম করার জন্য ক্যাশ ইনসেনটিভ এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ ও শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

৬.১১ বাংলাদেশে নিবন্ধিত হওয়া সাপেক্ষে কোন বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারি-বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতভাগ মালিকানা অর্জন করতে পারবে এবং দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

অধ্যায় ৭

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার

৭.১ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতকে লাভজনক, সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যসম্পাদন দক্ষতা (Performance Efficiency) বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রয়োজনে অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৭.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক, ক্লাস্টার/মনোটাইপ শিল্পনগরীতে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা গ্রহণে দেশি বা বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৭.৫ বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম বিশেষতঃ কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও জাতীয় অর্থনীতির উপর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রভাব বিষয়ে সরকার সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পের ক্রেতা বা মালিকপক্ষ সমীক্ষা পরিচালনায় সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হবে।

৭.৬ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হলে ওই সকল বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সরকার বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.৭ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ট্রাইবুনাল' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৮

উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান

৮.১ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতি বছর বার্ষিক কর্মসূচি তৈরি করবে এবং এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।

৮.২ এনপিও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে সবুজ উৎপাদনশীলতার (Green productivity) উপর গুরুত্বারোপ করে আঞ্চলিক উৎপাদনশীলতা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮.৩ সরকারি-ব্যক্তিখাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীসহ শ্রমিকদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পণ্য উৎপাদন, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যথাযথ ও সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৪ সকল ধরনের সরকারি ও ব্যক্তিখাতের শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা হবে। উক্ত তথ্যাদি দ্বারা উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রতি বছর গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং এ প্রতিবেদনে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৮.৫ বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রাতিষ্ঠানিক, কর্ম পরিসর ও কারিগরি সামর্থ্যের বিস্তার ঘটিয়ে বিএবিকে শক্তিশালী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮.৬ বিএসটিআইসহ দেশের মান প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও কারিগরি সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে এদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

৮.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় পণ্যের প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান (Standard) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের (Harmonization of Standards) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৮ কারিগরি, স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি, শ্রমিক ব্যবহারে আইন অনুসরণ, ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বাজারের স্ট্যান্ডার্ড বা মানদন্ড ও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতি রাখতে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৯ শিল্প উৎপাদন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে জাতীয় গুণগতমান (পণ্য ও মেধা) নীতি, ২০১৬ অনুসরণ করা হবে।

৮.১০ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গুণগত মান সংরক্ষণ এবং ধারাবাহিকভাবে লাভজনক হতে অসমর্থ শিল্প কারখানা বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সরকার প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

অধ্যায়-৯
মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৯.১ দেশিয় স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্প সংক্রান্ত মেধা সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্কস্ (DPDT) এর সম্পূর্ণ অটোমেশন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হবে।

৯.২ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের পেটেন্ট রাইটস্ নিশ্চিত করা এবং স্বল্প সময়ে প্রাপ্তির জন্য মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান TRIPS Agreement এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে এবং TRIPS Agreement সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯.৩ দেশে শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেধাসম্পদ বিকাশে IP Training Institute, TISC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, IP গবেষণা জোরদারকরণ এবং GI ও Traditional Knowledge ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.৪ ডিজাইন, প্রক্রিয়া, আইসিটি ও হাইটেক পণ্য উৎপাদনসহ নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মেধা-সম্পদ (Intellectual property) সংরক্ষণসহ মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

অধ্যায় ১০
শিল্পায়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ

১০.১ নারী শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বিসিক, বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে। নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাতের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

১০.২ মাইক্রো, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করবে।

১০.৩ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রচলিত নীতিমালা পর্যালোচনা ও সহজীকরণ করা হবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ ব্যাংক নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। উচ্চমানের প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে বন্ধকীমুক্ত ঋণ ও গুপ ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার ব্যবস্থা থাকবে।

১০.৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যাতে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০.৫ নারী শিল্পোদ্যোক্তা ও তাদের সহায়তাদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এজেন্সিগুলোর মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৬ নারীর ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে যে সকল আইনগত বাধা রয়েছে সে সকল বাধা চিহ্নিতকরণপূর্বক অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০.৭ শিল্প উৎপাদন ও প্রক্রিয়ায় নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উন্নত ও নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ডে নারী শিল্প উদ্যোক্তা গ্রুপ ও সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিসিক, বিটাক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ১১
রপ্তানিমুখী (Export-Oriented) এবং রপ্তানি-সংযোগ (Export Linkage) শিল্প

১১.১ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এর প্রসার ঘটানোর জন্য সহায়ক রপ্তানি নীতি প্রণয়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১.২ টেকসই শিল্পায়নের নিমিত্ত চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথাক্রমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) এবং পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৩ রপ্তানিমুখী শিল্পের পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

১১.৪ শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর হতে একটি নির্দিষ্ট সময় (ন্যূনতম ৩ বছর) পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত থাকবেঃ

(ক) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেয়াতি শুল্ক হারে আমদানির সুযোগ অব্যাহত থাকবে;

(খ) রপ্তানি পণ্যের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) এর সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ পদ্ধতি আরও সহজীকরণ করা হবে;

(গ) অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঋণপত্র/বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে;

(ঘ) পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়া ও পাট শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী শিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণকে (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হবে;

(ঙ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক কর অবকাশ সুবিধা অথবা অন্য কোন প্রকার কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করছে না কিন্তু বাংলাদেশে নিবন্ধিত এরূপ কোম্পানির রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০ ভাগ করমুক্ত থাকবে;

(চ) বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত হবে;

(ছ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ/সংরক্ষিত হিসেবে তালিকাভুক্ত কাঁচামাল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সাপেক্ষে উৎপাদনের প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত পর্যায়ে আমদানির সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে;

(জ) সবুজ প্রযুক্তিতে (Green technology) উদ্ভাবিত মূল্য সংযোজিত বৈচিত্রপূর্ণ পাট পণ্য ও পাট মিশ্রিত পণ্য সংশ্লিষ্ট শিল্পকে রপ্তানিমুখী/আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে গণ্য করা হবে;

(ঝ) রপ্তানি পণ্যের আমদানি নির্ভর কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে;

(ঞ) সরকারের প্রচলিত নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ কাঁচামালের নমুনা শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা অব্যাহত থাকবে;

১১.৫ কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পপণ্য রপ্তানির সুবিধার্থে শুল্ক ব্যবস্থাপনা ও পণ্য খালাস সহজীকরণ করা হবে।

১১.৬ রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং রপ্তানি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে সম্ভাবনাময় বাজার সম্প্রসারণে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহে বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

১১.৭ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহ যেমন SAFTA, APTA, BIMSTEC, TPS-OIC, D-8 চুক্তির নেগোসিয়েশনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমনঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়. শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১১.৮ রপ্তানি পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৯ অধিক মূল্য সংযোজনকারী রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের জন্য বিদেশি কারিগরি সেবা এবং প্রযুক্তি গ্রহণে সরকার খাতওয়ারী বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করবে। এ ধরনের প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের (Development Partners) সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১.১০ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনুমোদিত বিনিয়োগসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশি/অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীঃ অনাবাসি বাংলাদেশি নাগরিকদের বিনিয়োগসহ শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বৈদেশিক মুদ্রার নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে নির্মাণ, কাঁচামালের ব্যয় এবং সম্পূর্ণ চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

(খ) যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীঃ বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে পরিচালিত যৌথ প্রকল্প। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় স্থানীয় ও বিদেশি অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তবে সকল প্রকার যন্ত্র আমদানি ব্যয় বিদেশি অংশীদারদের বহন করতে হবে।

(গ) শতকরা ১০০ ভাগ দেশি বিনিয়োগকারীঃ বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বিনিয়োগ। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় যন্ত্রপাতি আমদানিসহ প্রকল্পের সকল ব্যয় বিনিয়োগকারীর নিজস্ব উৎস, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট, অপ্রত্যাবাসনযোগ্য (non-repatriable) বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে।

১১.১১ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চল শিল্প ইউনিটে উৎপন্ন ১০ শতাংশ পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে (বৈদেশিক মুদ্রার ঋণপত্রের মাধ্যমে) দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানি করা যাবে।

১১.১২ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চল বাইরে অবস্থিত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প তাদের শতকরা ২০ ভাগ পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারবে।

১১.১৩ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল (Venture Capital) সহায়তা প্রদান করা হবে।

অধ্যায় ১২
বিদেশি বিনিয়োগ

১২.১ সবুজ/উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীমূলক এবং যেসব শিল্পের দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব শিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ থাকবে।

১২.২ শিল্পায়নের গতি সঞ্চারে বিশ্ব সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে Integrated One Stop Service সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১২.৩ সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগে কিংবা দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্টক মার্কেটে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৪ বিদেশি বিনিয়োগকারী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় ব্যাংক হতে প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে চলতি মূলধন (working capital) ঋণ গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৫ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাবসনযোগ্য ডিভিডেন্ড কিংবা অর্জিত মুনাফার দেশে পুনর্বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার এবং প্রচলতি বিধান সাপেক্ষে বিদেশি ঋণের উপর সুদ ও কর অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৬ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দেশভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল/শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ভ্যালু চেইন এ যুক্ত হওয়ার সুবিধা থাকবে।

১২.৭ কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ১০ (দশ) লক্ষ ইউএস ডলার বিনিয়োগ করলে বা ২০ (বিশ) লক্ষ ইউএস ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী রেসিডেন্টশিপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ন্যূনতম ৭৫,০০০ ইউএস ডলার বিনিয়োগের যে শর্ত রয়েছে, তা বাড়িয়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) ইউএস ডলার করা হবে। সম্ভাবনাময় বিদেশি বিনিয়োগকারীকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের মাল্টিপল ভিসা প্রদান করা হবে।

১২.৮ দেশিয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মতো বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাগণও কর অবকাশ, রয়্যালটি প্রদান, প্রযুক্তি কৌশল ফি ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করবেন।

১২.৯ স্থানীয় পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত শিল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি কারিগরদের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত ও জাতীয় রাজস্ববোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মেয়াদে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করতে হবে না। তবে এ সময়ের পর তার দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বৈতকর (double taxation) রহিতকরণের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা অন্য কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাকে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করতে হবে।

১২.১০ বিদ্যমান আইনের আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধন পূর্ণ প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে। অনুরূপভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগের ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য।

১২.১১ বাংলাদেশে নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের মজুরি এবং নিয়োগের শর্ত মোতাবেক তাদের সঞ্চয় ও অবসরকালীন সুবিধাদি প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যাবাসনের সুযোগ থাকবে।

১২.১২ স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানি কিংবা যৌথ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের 'ওয়ার্ক পারমিট' প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ভিসা নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগকালের জন্য 'মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা' প্রদান করা হবে।

১২.১৩ বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), বেজা (BEZA), ইপিবি (EPB) যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) মিলিয়ন (একশত লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১২.১৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হস্ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগকারীকে বিসিক শিল্প নগরীতে/অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১২.১৫ সৌর শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়ুকল (Windmill) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়োমাস (Biomass), গৃহস্থালী বর্জ্য ও শিল্প বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিসহ সকল প্রকার নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১২.১৬ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আইসিটি সংশ্লিষ্ট উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১২.১৭ সরকারি বা বেসরকারি দেশি এবং বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

অধ্যায়-১৩
শিল্প প্রযুক্তি

১৩.১ ব্যয়-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩.২ জ্ঞানভিত্তিক উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের জন্য আবশ্যক দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির অভিপ্রায়ে একটি সহায়ক 'কর্পোরেট সংস্কৃতি' (Corporate culture) সৃষ্টি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে লাগসই শিল্প প্রযুক্তি বিষয় অধ্যয়নকে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে। পাঠ্যসূচি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.৩ গবেষণা এবং উন্নয়ন ব্যয় (R & D Expenditure) কর অবকাশ সুবিধা পাবে। শিল্পভিত্তিক গবেষণা উদ্যোগে খাতভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে।

১৩.৪ দেশিয় বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে মাইক্রো, হস্ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজলভ্য এমন স্থানীয় ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকার কর্তৃক দেশিয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পকে স্থানীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৩.৫ প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা করতে টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার (টিআইসি) প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প গবেষণাগার, কারিগরি ইনস্টিটিউট ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হবে।

১৩.৬ শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিল্প পণ্যের অধিকতর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩.৭ কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প কারখানাসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে বিটাক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা হবে।

১৩.৮ শিল্প প্রযুক্তির প্রয়োগ, উদ্ভাবন, প্রসেস-ইঞ্জিনিয়ারিং, সিস্টেম ও মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং, জীবপ্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা হবে।

১৩.৯ লাগসই শিল্প প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণকারী উৎসাহী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পোদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠনপূর্বক ইনকিউবেটর স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর করে দেশিয় বাজার ও রপ্তানির জন্য বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.১০ শিল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিখাত ও বাজার ব্যবস্থাকে আরও উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা হবে।

অধ্যায় ১৪
পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা

১৪.১ শিল্প প্রকল্পের জন্য ভূমি ও পানি সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর এর প্রভাব সমীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, শিল্প কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্যের কারণে বায়ু, ভূমি ও পানিতে ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।

১৪.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ETP, CETP স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

১৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (CDM) এর আওতায় আনার ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৪.৪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনা করে শিল্প স্থাপনকে প্রাধান্য দেয়া হবে। প্রয়োজনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী/ জলবায়ু পরিবর্তনরোধক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

১৪.৫ বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে এবং আর্থিক প্রণোদনাসহ সরকার সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা দেবে।

১৪.৬ শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে ব্যবসা সংগঠন, এনজিও ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে উৎসাহিত করা হবে।

১৪.৭ গ্রীন ইন্ডাস্ট্রি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন (mitigation) ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা হবে।

১৪.৮ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নিবিড় চাষাবাদযোগ্য (intensive cultivable) ও অধিক উৎপাদনশীল কৃষিভূমি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হবে।

১৪.৯ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে পরিবেশবান্ধব বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হবে।

১৪.১০ শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় 3 R (Reduce, Reuse & Recycle) Strategy অনুসরণে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

অধ্যায় ১৫
দক্ষতা উন্নয়ন

১৫.১ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বর্তমান ও ভবিষৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে 'দক্ষ জনশক্তি চাহিদা ও সরবরাহ তথ্যভাণ্ডার' গড়ে তোলা হবে এবং এ ভাণ্ডার থেকে সরকারি ও ব্যক্তি উভয়খাতে শিল্প, পরিকল্পনাবিদ এবং ব্যবস্থাপকদেরকে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

১৫.২ তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৫.৩ দেশে আরও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সফল উদ্যোক্তাদেরকে প্রণোদনা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

১৫.৪ সরকারি ও ব্যক্তি খাতের শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

১৫.৫ কর্পোরেট নেতৃত্ব উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১৫.৬ মানব সম্পদ পুঁজি গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবেঃ

(ক) শিল্পের উৎপাদন ও সেবাখাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) অনুসারে দক্ষতা স্তর উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;

(খ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্প এবং মেধা স্বত্ববিষয়ক কোর্স ও কারিকুলাম প্রণয়ন;

(গ) সকল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competency Based Training and Assessment) ব্যবস্থা চালু, নিরপেক্ষ এ্যাসেসরের মাধ্যমে দক্ষতার মূল্যায়ন এবং দ্বৈত সনদায়ন পদ্ধতি চালুকরণ;

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোর বাইরে স্ব-উদ্যোগে আহরিত কারিগরি দক্ষতার স্বীকৃতি অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (Recognition of Prior Learning) সনদকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করা।

১৫.৭ শ্রমঘন শিল্পে (যেমন-অবকাঠামো নির্মাণ ফার্ম, ওয়েল্ডিং, প্যাকেজিং, ক্লিনিং, পরিবহন ইত্যাদি) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অধিকতর কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে শ্রমিকদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ কার্যক্রম (Apprenticeship) কে শক্তিশালী করে এর আওতায় শিক্ষানবিশ সনদ প্রদান করা হবে।

১৫.৮ দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ও দক্ষ জনসম্পদ (কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়) এর জন্য উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকরি প্রাপ্তি সহজীকরণ ও সহজ অনুসন্ধানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

অধ্যায়-১৬
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১৬.১ এ শিল্পনীতি বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাব্য পরিবেশ তুলে ধরেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ শিল্পনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের বর্তমান আইন-বিধি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান আইন ও বিধির সংশোধন করবে।

১৬.২ সকল সরকারি সংস্থা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসরণ করবে। এ নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ (Monitor) করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে এ নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

১৬.৩ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে একটি 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন শিল্প মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। উক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

১৬.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পনীতির সামগ্রিক অবদান পর্যালোচনার জন্য মধ্যম এবং সমাপনী মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৬.৫ **জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)**

দেশব্যাপী ব্যাপক ভিত্তিতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID) গ্রহণ করে থাকে। এ পরিষদের সভাপতি হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সহ সভাপতি হলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। এ পরিষদ নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

০১।	প্রধানমন্ত্রী	- সভাপতি
০২।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সহ-সভাপতি
০৩।	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৪।	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৫।	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৬।	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৭।	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৮।	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৯।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	- সদস্য

১০।	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১।	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২।	চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	- সদস্য
১৩।	প্রত্যেক বিভাগ থেকে একজন করে সংসদ সদস্য	- সদস্য
১৪।	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
১৫।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৬।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
১৭।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৮।	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	- সদস্য
১৯।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
২০।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা	- সদস্য
২২।	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
২৩।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
২৪।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৫।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৬।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৭।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৮।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা	- সদস্য
২৯।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	- সদস্য
৩০।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য
৩১।	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	- সদস্য
৩২।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	- সদস্য
৩৩।	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	- সদস্য
৩৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	- সদস্য
৩৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)	- সদস্য
৩৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটউইয়ার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	- সদস্য
৩৭।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
৩৮।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	- সদস্য
৩৯।	চেয়ারপার্সন, উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
৪০।	সরকার মনোনীত ন্যূনতম দুইজন বিশিষ্ট শিল্পপতি	- সদস্য

১৬.৫.১ প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১৬.৫.২ পরিষদের সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১৬.৫.৩ পরিষদ আবেদনকারী কোন উদীয়মান যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিতে পারবে। বিদ্যমান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের পর্যালোচনা ও তালিকা হালনাগাদ করাসহ প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করবে এবং শিল্পনীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে।

১৬.৫.৪ বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিষদে আরো সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। যখন কোন সুনির্দিষ্ট উপ-খাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১৬.৬। **জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)**

০১।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
০২।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	- সদস্য
০৩।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৪।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
০৫।	সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
০৬।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য
০৭।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৮।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৯।	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১।	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
১২।	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৩।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
১৪।	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	- সদস্য
১৫।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৬।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৭।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৮।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৯।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২০।	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২১।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২২।	সদস্য-২, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	- সদস্য
২৩।	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
২৪।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি	- সদস্য
২৫।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস অথরিটি	- সদস্য
২৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	- সদস্য
২৭।	চেয়ারম্যান, বিসিক	- সদস্য
২৮।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	- সদস্য
২৯।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইসিবি	- সদস্য
৩০।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	- সদস্য
৩১।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য
৩২।	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	- সদস্য
৩৩।	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)	- সদস্য
৩৪।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	- সদস্য
৩৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	- সদস্য
৩৬।	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	- সদস্য
৩৭।	সভাপতি, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই)	- সদস্য
৩৮।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
৩৯।	সভাপতি, বিপিজিএমইএ, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
৪০।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

১৬.৬.১ উক্ত কমিটি প্রয়োজনে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করবে।

১৬.৬.২ কমিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পর্যালোচনা করবে এবং এনসিআইডি-এর নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

১৬.৬.৩ পরিবেশ রক্ষাসহ শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে কিংবা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অনীহা পরিলক্ষিত হলে বা অনুরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

১৬.৬.৪ প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

১৬.৭ গবেষণা, নিরীক্ষা ও উপাত্ত সেল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানসহ একটি গবেষণা, নিরীক্ষা ও উপাত্ত সেল স্থাপন করা হবে। এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য হবেঃ

ক. শিল্পনীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা;

খ. বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এই সেলের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৬.৮ ওয়ার্কিং কমিটি

সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সেক্টর/ইস্যুভিত্তিক কোন বিষয় পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম সচিবের আহবায়কত্বে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

পরিশিষ্ট-১

উচ্চ অগ্রাধিকার খাত (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.১৮)

১। কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প

২। তৈরি পোশাক শিল্প

৩। আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প

৪। ঔষধ শিল্প

৫। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প

৬। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

৭। পাট ও পাটজাত শিল্প

পরিশিষ্ট-২

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.১৯)

১। প্লাস্টিক শিল্প

২। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৩। জাহাজ নির্মাণ শিল্প

৪। পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

৫। পর্যটন শিল্প

৬। হিমায়িত মৎস্য শিল্প

৭। হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প

৮। নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)

৯। এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিউক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিউক্যাল শিল্প

১০। ভেষজ ঔষধ শিল্প

১১। তেজস্ক্রিয় রশ্মির (বিকিরণ) প্রয়োগ শিল্প (যেমন-পচনশীল পলিমারের গুণগত মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)

১২। পলিমার উৎপাদন শিল্প

১৩। হাসপাতাল ও ক্লিনিক

১৪। অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প

১৫। হস্ত ও কারু শিল্প

১৬। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন) /ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন

১৭। চা শিল্প

১৮। বীজ শিল্প

১৯। জুয়েলারি

২০। খেলনা

২১। প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ

২২। আগর শিল্প

২৩। আসবাবপত্র শিল্প

২৪। সিমেন্ট শিল্প

পরিশিষ্ট-৩

সেবা শিল্পসমূহ (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.২)

১। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইটিইএস) ও কর্মকাণ্ড। যেমন- সিস্টেমস এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি

২। কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, যেমন- কৃষি পণ্য, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি

৩। নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং

৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৫। বিনোদন শিল্প

৬। জিনিং অ্যান্ড বেলিং

৭। হাসপাতাল ও ক্লিনিক

৮। নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)

৯। পর্যটন ও সেবা

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি

১১। বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরী

১২। ফটোগ্রাফি

১৩। টেলিকমিউনিকেশন

১৪। পরিবহন ও যোগাযোগ

১৫। ওয়্যারহাউজ

১৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি

১৭। ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)

১৮। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন

১৯। ট্যাংক টার্মিনাল

২০। চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল

২১। এ্যাভিয়েশন সার্ভিস

২২। ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

২৩। আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প

২৪। ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প

২৫। মডার্নাইজড্ ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং

২৬। অটো মোবাইল সার্ভিসিং

২৭। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস

২৮। বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ফ্যাশন)

২৯। মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন

৩০। আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/জনবল সরবরাহ)

৩১। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

৩২। চলচ্চিত্র শিল্প

৩৩। নিউজ পেপার শিল্প

পরিশিষ্ট-৪

সংরক্ষিত শিল্পসমূহ (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.১৭)

১। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

২। পারমাণবিক শক্তি

৩। সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল

৪। বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ

পরিশিষ্ট-৫

নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.২০)

১। যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প
২। বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প
৩। বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি
৪। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ
৫। প্রাকৃতিক গ্যাস/তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৬। কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৭। অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৮। বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন-ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেইল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো/কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন ইত্যাদি) স্থাপন
৯। ক্রুড অয়েল রিফাইনারী (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত)/ব্যবহৃত লুব অয়েল রিসাইক্লিং/রিফাইনিং
১০। কাঁচামাল হিসেবে দেশিয় প্রাকৃতিক গ্যাস/কনডেনসেট ও অন্যান্য খনিজ ব্যবহৃত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান
১১। টেলিকমিউনিকেশন সেবা শিল্প (মোবাইল/সেলুলার এবং ল্যান্ড ফোন)
১২। স্যাটেলাইট চ্যানেল
১৩। কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান
১৪। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল
১৫। সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন
১৬। VoIP (Voice Over Internet Protocol) ও IP (Internet Protocol) Telephone
১৭। সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজ নির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ
১৮। বিস্ফোরকসহ (প্রজ্জ্বলীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ) যে কোন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;
১৯। এসিড উৎপাদনকারী শিল্প;
২০। রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প;
২১। সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং এ সংক্রান্ত যে কোন সামগ্রী উৎপাদনকারী/ প্রস্তুতকারী শিল্প।
২২। স্টোন ক্রাশার শিল্প

পরিশিষ্ট-৬

আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন (দ্রষ্টব্য অনুঃ **৪.২ এবং ৪.৩)**

শিল্পোন্নত এলাকা

জেলাসমূহ

ঢাকা বিভাগঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর ও টাংগাইল

চট্রগ্রাম বিভাগঃ চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর

রাজশাহী বিভাগঃ বগুড়া

শিল্পে অনুন্নত এলাকা

জেলাসমূহ

রাজশাহী বিভাগঃ জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা

রংপুর বিভাগঃ রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নিলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা

খুলনা বিভাগঃ চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট

বরিশাল বিভাগঃ বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা

ঢাকা বিভাগঃ কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ

চট্রগ্রাম বিভাগঃ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান

সিলেট বিভাগঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ

ময়মনসিংহ বিভাগঃ ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর

পরিশিষ্ট-৭

কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকা (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৪.৭ এবং ৩.৩.১৮)

১। প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি)

২। ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, আখ, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ

৩। ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ

৪। চাল, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ

৫। স্বয়ংক্রিয় চাল কল (অটো রাইস মিল)

৬। মাশরুম ও স্পাইরুলিনা (Spirulina) প্রক্রিয়াকরণ

৭। স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন, ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ

৮। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ-Pasturization, গুড়োদুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পণির, মাখন, ঘি, চকোলেট, দধি ইত্যাদি)

৯। আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস, পটেটো, ফ্লেক্স, স্টার্চ ইত্যাদি) উৎপাদন

১০। বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন

১১। ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন

১২। লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ

১৩। চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ

১৪। হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী (Cosmetics) প্রস্তুতকরণ

১৫। ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ

১৬। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ

১৭। বীজ উৎপাদন, গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

১৮। পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন- দড়ি, সূতা, টোয়াইন, চট, থলে, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল প্রভৃতি)

১৯। রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন

২০। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প

২১। মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ

২২। সুগন্ধি চাল উৎপাদন

২৩। চা প্রক্রিয়াকরণ

২৪। নারিকেল তেল প্রস্তুতকরণ (যদি দেশিয় নারকেল থেকে সংগৃহীত copra ব্যবহার করা হয়)

২৫। রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ

২৬। কোল্ড স্টোরেজ (কৃষকদের উৎপাদিত খাবার আলু ও বীজ আলু, ফলমূল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ)

২৭। কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া) এবং তামা-কাসাঁর সরঞ্জামাদি তৈরি

২৮। ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি

২৯। মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ

৩০। জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি

৩১। বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি

৩২। মৌমাছি চাষ/মধু তৈরি

৩৩। পার্টিকেল বোর্ড

৩৪। চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য

৩৫। সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবীন প্রসেসিং

৩৬। সরিষা তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় সরিষা ব্যবহৃত হয়)

৩৭। রাইস ব্রান ওয়েল

৩৮। রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প

৩৯। বীজ শিল্প (Seed Industry)

৪০। দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন

৪১। হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ, ফুল ও শাকসবজী বাজারজাতকরণ (লেবু, মাশরুম, পান, মধু ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে)

পরিশিষ্ট-৮

পর্যটন শিল্পের আওতাভুক্ত সম্ভাব্য শিল্পের তালিকা

সরকারি খাতভুক্ত ট্যুরিজম শিল্পসমূহ

১. সকল প্রকার ঐতিহাসিক পর্যটন এলাকা

২. প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যা পর্যটন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা পরবর্তীতে চিহ্নিত হবে; এবং

৩. সরকারি মালিকানাধীন হোটেল/মোটেল/রিসোর্ট সেন্টার/চিড়িয়াখানা/বোটানিকাল গার্ডেন ইত্যাদি

বেসরকারি খাতভুক্ত ট্যুরিজম শিল্পসমূহ

১. বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র

২. হোটেল/মোটেল/কটেজ/হানটিং লজ/হলিডে হোম ইত্যাদি

৩. সকল প্রকার রাইড

৪. থীম পার্ক

৫. ট্যুরিস্ট রিসোর্ট

৬. এ্যামিউজমেন্ট পার্ক

৭. ফ্যামিলি ফান এন্ড গেইমস

৮. পিকনিক স্পট

৯. শ্যুটিং স্পট

১০. হেলথ ক্লাব

১১. চিলড্রেন পার্ক

১২. দেশিয় সংস্কৃতিভিত্তিক নৃত্য ও অন্যান্য প্রদর্শনীর জন্য স্থায়ী মঞ্চ

১৩. বার্ডস/বাটার ফ্লাই পার্ক

১৪. সাফারি পার্ক/চিড়িয়াখানা

১৫. নৌ ও সমুদ্র ক্যুজিন

১৬ সী-সাইড এক্যুরিয়াম

১৭. সাইট-সিয়িং ট্যুর

শুধু পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত শিল্পসমূহ

১. বিউটি পার্লার

২. দেশিয় আঞ্চলিক/কন্টিনেন্টাল/চাইনীজ ও অন্যান্য দেশের খাবারের দোকান

৩. হস্ত, কারু ও কুটির শিল্পভিত্তিক স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র

পরিশিষ্ট-৯

শিল্পনীতি বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (দ্রষ্টব্য অনুঃ ২.৫.২)

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১	সৃজনশীল শিল্পের উন্নয়ন	৩.৩.১৬	• সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র প্রণয়ন • সৃজনশীল শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার	শিল্প মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭ জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২১	বিসিক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
২	অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ	৪.২	• শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ এলাকা, সম্ভাবনা-ময় এলাকা এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা, বিসিক	জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩	উৎপাদিত পণ্যের কর ও শুল্ক	৪.২ (খ)	উৎপাদিত পণ্যের উপর আরোপিত কর ও শুল্কের হার নিয়মিত পর্যালোচনা	ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই এফবিসিসিআই, আমদানি ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন
৪	কর অবকাশ ও অবচয় সুবিধা	৪.৩	• বিভিন্ন শিল্পখাত-উপখাতে বিদ্যমান শুল্ক ও কর বিধি-বিধান অনুযায়ী কর অবকাশ ও অবচয় সুবিধা যুগোপযোগীকরণের সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭ জুলাই/১৭ থেকে জুন/২১	বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন
৫	কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম শুল্ক	৪.৪	শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জুন/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট খাতের বাণিজ্য সংগঠন
			শিল্প পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী শুল্ক ন্যূনতম রাখার সুপারিশ বাস্তবায়ন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	জুলাই/১৬ থেকে জুন/২১	
৬	মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকীকরণ	৪.৭ (ক)	• গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষি পণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইকো প্রোডাক্ট এবং ডেইরি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের সহায়তার জন্য মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিককরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন • উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/১৬ থেকে অক্টোবর/১৬ নভেম্বর/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
৭	নগদ প্রণোদনা	৪.৮	উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত এবং রপ্তানি বাণিজ্যে তুলনামূলক অধিক অংশীদারিত্বের জন্য নগদ প্রণোদনা যুগোপযোগীকরণ	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জুলাই/১৬ থেকে জুন/২১	ট্যারিফ কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক
৮	বিনিয়োগ প্রণোদনা	৪.১	• উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত-উপখাতসমূহের জন্য যুগোপযোগী প্রণোদনা প্রদানে সুপারিশমালা প্রণয়ন • উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২০১৬ জুলাই/১৬ থেকে ডিসেম্বর/২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক
			• দেশীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্য হতে সুরক্ষাকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশমালা প্রণয়ন • উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জুলাই/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে ডিসেম্বর/২১	এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, আমদানি ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন
		৪.৯	দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্প সজ্ঞায়নে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বার্ষিক টার্নওভারের সীমা বৃদ্ধি	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, অর্থ বিভাগ, এফবিসিসিআই
		৪.১০	• স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক/কর রেয়াত সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন	ট্যারিফ কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৬ জুলাই/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			• উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন			
		৪.১৩	প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী (NRB) বাংলাদেশিদের জন্য কোটা সুবিধা বৃদ্ধি	অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে মার্চ/২০১৭	আইসিবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী ও বদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
	বিনিয়োগ প্রণোদনা	৫.৬	• রপ্তানিমুখী এসএমইদের আর্থিকসহ সকল প্রণোদনায় অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন • উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন/অনুসরণ	এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৬ জুলাই/১৬ থেকে জুন/২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিক, অর্থ বিভাগ
		৬.১০	হাইটেক পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক, বিসিক শিল্প পার্ক এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প এলাকায় স্থাপিত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যের হাউজ সুবিধা প্রদান	বেজা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়
৯	বিনিয়োগ সুবিধা	১০.৩	নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে জামানতবিহীন ঋণপ্রদান এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ সুবিধা কার্যক্রম পরিচালনা	বাংলাদেশ ব্যাংক	জুন/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এসএমই ফাউন্ডেশন
		১০.৪	এসএমই খাতে শিল্প স্থাপনে নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার সুবিধা বৃদ্ধি		এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬	বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৪.৭ (খ)	• অধিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রণোদনা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন • উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৬ জুলাই/১৬ থেকে জুন/২১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক
১০	শিল্পখাতে ইউটিলিটি সার্ভিস সুবিধা	৪.১৯	সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প খাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	বিদ্যুৎ বিভাগ	এপ্রিল/২০১৬ থেকে এপ্রিল/২০২১	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, বেজা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এফবিসিসিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৪.১৯	শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	জুন/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, এফবিসিসিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		১২.২	বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে Integrated One Stop Service সুবিধা নিশ্চিতকরণ	বিনিয়োগ বোর্ড	এপ্রিল/২০১৬ থেকে এপ্রিল/২০২১	বেপজা, বেজা, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১১	ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন	৪.২৩	আইসিবি এএমসিএল শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফান্ড গঠন	আইসিবি	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ
১২	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন	৫.১	প্রতি বৎসর দেশব্যাপী ৭৫০০ নতুন এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি	বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, তথ্য ও যোগাযোগা প্রযুক্তি বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক	জানুয়ারি/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, তথ্য ও যোগাযোগা প্রযুক্তি বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		৫.১	এসএমই খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন	এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংক
		৫.২.১ ৫.২.২ ৫.২.৩	• অঞ্চলভিত্তিক শিল্পায়নে জামানতবিহীন এবং সিঙ্গেল ডিজিট ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন • এসএমই পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাজনিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিক	জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		৫.২.৩	এসএমই উদ্যোক্তাদের বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি এসএমই ফাউন্ডেশন	জুন/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহ
		৫.৩	• পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উৎপাদনমুখী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা জনিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে জুন/২১	এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, এফবিসিসিআই আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন
		৫.৮	এসএমই ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে Industrial Park, Common Facility Center, Design Center ইত্যাদি স্থাপনে সহায়তা প্রদান	এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন ২০২১	বিসিক, বেপজা, বেজা, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৫.৯	জাতীয় এসএমই জরিপ নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ	পরিসংখ্যান ব্যুরো	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন ২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিনিয়োগ বোর্ড, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন	৫.১১	• স্টার্টআপ ফিন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানজনিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে ডিসেম্বর/২১	অর্থ বিভাগ, ট্যারিফ কমিশন, বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক, বেপজা, বেজা, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৫.১১	প্রতিটি উপজেলায় বিসিক সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ	বিসিক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন ২০১৭	এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, জেলা/স্থানীয় প্রশাসন
১৩	স্থানীয় শিল্পের বিকাশ	৪.৭	দেশব্যাপী কৃষি পণ্য ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
			কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা সেবা প্রদান		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
		৪.২০	ব্যয় সাশ্রয়ী আমদানি বিকল্প পণ্য আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিএসআইআর, শিল্প মন্ত্রণালয়
			আন্তজার্তিক মানসম্পন্ন এবং ব্যয় সাশ্রয়ী আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষম শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা প্রদান এবং নিয়মিত পর্যালোচনা	ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
		৫.৭	• আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে প্রণোদনাজনিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭ জুলাই/১৭ থেকে জুন/২১	এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, এফবিসিসিআই, আমদানি ও রপ্তানির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি
		৪.৯	• স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত পূর্ণাঙ্গ জেনারেটর ও বিদ্যুতের স্থানীয় উৎপাদন এবং বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল এর	ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭ জুলাই/১৭ থেকে	এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই, আমদানি ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন		জানুয়ারি/২১	
		১১.৪	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্থল এবং নৌবন্দরসমূহে শুল্ক ব্যবস্থাপনা ও পণ্য খালাস সহজীকরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	স্থানীয় শিল্পের বিকাশ	১২.৪	মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৮	শিল্প মন্ত্রণালয়, ডিপিডিটি, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই এবং অন্যান্য চেম্বারসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার
			মেধাসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	ডিপিডিটি, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার
		১২.৫	বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দেশভিত্তিক শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেপজা এবং বেজা
১৪	শিল্পখাতে ভূমির সংস্থান	৬.১	শিল্পায়নের জন্য Land Bank প্রতিষ্ঠা	ভূমি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮	শিল্প মন্ত্রণালয়, জেলা/স্থানীয় প্রশাসন
		৬.২	পরিবেশসম্মতভাবে চর উন্নয়ন করে ক্লাস্টার/মনোটাইপ শিল্পনগরী স্থাপন	ভূমি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.২	রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানার অব্যবহৃত ভূমিতে নতুন কারখানা স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন	শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ বোর্ড, জেলা প্রশাসন
		৭.১	বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	বিসিক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন
১৫	শিল্প সম্প্রসারণ	৬.৬	বিভিন্ন জেলায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে সহায়তা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসন
		৬.৬	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	এপ্রিল/২০১৬ থেকে এপ্রিল/২০১৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসন
		১১.৪ (জ)	নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত মূল্য সংযোজিত পাট শিল্পের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/১৮	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
		১২.১৬	আইসিটি সংশ্লিষ্ট উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বেজা, বেপজা, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
১৬	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি	৭.১	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে লাভজনক ও প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলার উপায় নির্ধারণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে এপ্রিল/২০১৭	বিসিআইসি, বিএসইসি, বিএসএফআইসি, বিজেএমসি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
		৭.১	আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	এনপিও	এপ্রিল/২০১৬ হইতে জুলাই/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, বিএসইসি, বিএসএফআইসি, বিজেএমসি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
		৭.৫	• বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে জানুয়ারি/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, এনবিআর, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১৭	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	৮.১	জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়ন	এনপিও	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৬	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৮.৪	উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত		জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৭	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
		৮.৩	উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই
		৮.৪	উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত একটি কার্যকর ডেটাবেজ স্থাপন		জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	সরকারি ও ব্যক্তিখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট চেম্বারস্
১৮	পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	৮.৬	শিল্প খাতে এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরি	বিএসটিআই	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০২১	এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই
			ফুড সেইফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FSMS) ISO 22000:2005 বাস্তবায়নজনিত কার্যক্রম গ্রহণ		এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই
			ফুড সেইফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই
		৮.৬	মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে 'বাংলাদেশ মান (বিডিএস)' নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম	বিএসটিআই	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বিসিএসআইআর, এফবিসিসিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৮.৫	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে ল্যাবরেটরী সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থার এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই,
		৮.৮	• কারিগরি, স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি, শ্রমিক ব্যবহার আইন অনুসরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন	জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে ডিসেম্বর/২১	কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, এফবিসিসিআই
		৮.৭	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে নিয়মিত জাতীয় কর্মশালার আয়োজন	এনপিও	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিএবি
১৯	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন	৮.৭	• বায়োটেকনোলজী এবং মলিকুলার ব্রিডিং বিষয়ক গবেষণার উপর জাতীয় কর্মশালা আয়োজন • বাংলাদেশে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা আয়োজন • ফাইটো স্যানিটারী এবং ফুড সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে জুন/১৭ জুলাই/১৭ থেকে জুলাই/১৮	শস্য বিভাগ, বিএআরসি
		৮.৭	ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল এজেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণে পদ্ধতি নির্ধারণ	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	বিএআরআই
		৮.৭	উৎপাদিত পণ্য মাঠ থেকে সংগ্রহ, গ্রেডিং, পরিবহন, প্যাকেজিং ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণজনিত বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	ডিএই/হরটিকালচার ফাউন্ডেশন/ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
		৮.৭	জিংক, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ এবং সরু ও সুগন্ধি চাল উৎপাদন, উদ্বুদ্ধকরণ ও জনপ্রিয়করণ	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮	ডিএই, বিআরআরআই, হরটেক্স ফাউন্ডেশন
			জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজেনিক ফসল উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসলের সেলফ লাইফ বর্ধিতকরণ		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৯	বিআরআরআই
		৮.৭	বাণিজ্যিক কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			উদ্যোক্তাগণকে সহায়তাকরণ		জুন/২০২১	
			GAP প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করা		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	ডিএই/হর্টেক্স ফাউন্ডেশন/এনজিও উইনরক
			অঙ্কুরিত চাল ও চালজাত পণ্যের সম্প্রসারণ কার্যক্রম		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২০	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর
২০	পণ্যের আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান	৮.৭	পরিবেশবান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন	বিএসটিআই	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি, ট্যারিফ কমিশন
			পণ্যের সেইফটি সংক্রান্ত মান প্রণয়ন		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	ট্যারিফ কমিশন, বিএবি
২১	মেধা সম্পদ সংরক্ষণ	৯.১	ডিপিডিটিতে E-IP Management চালুকরণ	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭	ডিপিডিটি, আইসিটি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়
২২	IP গবেষণা জোরদারকরণ	৯.৩	IP সংক্রান্ত গবেষণা	বিআইএম	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	ডিপিডিটি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		৯.৩	IP বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬	ডিপিডিটি, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিআইএম, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিসিসিআই, নাসিব, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়
			• IP বিষয়ক সাময়িকী/নিউজ লেটার প্রকাশ • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ • Need Based Study সম্পাদন		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৯	বিসিএসআইআর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, BARI, BRRI, BFRIসহ অন্যান্য R&D প্রতিষ্ঠানসমূহ
			• বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপিডিটি ও R&D প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কার্যকর গবেষণা তথ্য বিনিময়		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	বিসিএসআইআর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, BARI, BRRI, BFRIসহ অন্যান্য R&D প্রতিষ্ঠানসমূহ
২৩	স্থানীয় শিল্পে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার	৯.৩	TISC কে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরকরণ	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, বিটাক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিশ্ববদ্যালয় ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিভিন্ন R&D প্রতিষ্ঠান
		৯.৩	স্থানীয় শিল্পে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য গবেষণা	সকল বাণিজ্যিক সংগঠন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিএসআরআরআই
২৪	শিল্পায়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ	১০.৩	নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য প্রচলিত ঋণ নীতিমালা সহজীকরণ	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬	অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিনিয়োগ বোর্ড, নাসিব, এফবিসিসিআই
		১০.৫	নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের তথ্য সংরক্ষণে ডেটাবেজ তৈরি		এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৭	এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব, এফবিসিসিআই
		১০.৭	উন্নত ও নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকান্ডে নারী শিল্প উদ্যোক্তা গ্রুপ ও সংস্থাসমূহকে উৎসাহ প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ		এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন
		১০.৩	• নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণ	বাংলাদেশ ব্যাংক	জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জানুয়ারি/২১ জানুয়ারি/২০১৬ থেকে	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব, এফবিসিসিআই

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			• নারী শিল্পদ্যোক্তাগণকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান		জানুয়ারি/১৭	
২৫	সংযোগ শিল্প সম্প্রসারণ	১১.২	• অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) ও পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার সুপারিশ প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে ডিসেম্বর/২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক
২৬	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি	১১.৩ (ঞ)	রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ প্রণয়ন	ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন
		১১.৪ (খ)	• শুল্ক প্রত্যর্পণ পদ্ধতি আরও সহজীকরণ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে ডিসেম্বর/২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন
		১১.৪ (ঘ)	রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/১৭	অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন
২৭	পাট শিল্পের বিকাশ	১১.৩ (জ)	পাট মিশ্রিত পণ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাট পণ্য উৎপাদনে সহায়তা	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮	রপ্তানিমুখী শিল্প সম্প্রসারণ	১১.৫	রপ্তানি পণ্যের সম্ভাবনাময় বাজার সম্প্রসারণে কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
		১১.৬	বাণিজ্যিক চুক্তি নেগোসিয়েশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
		১১.৬	আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় (SAFTA, APTA, TPS, OIC) সম্পাদিত FTA/PTA বাস্তবায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
		১১.৬	আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় (BIMSTEC, D-8) সম্পাদিত এফটিএ চূড়ান্তকরণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
		১১.৬	• দেশিয় সম্ভাবনাময় সেবা শিল্প খাতে স্টাডি পরিচালনা • অশুল্ক বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
			ডব্লিউটিও ইস্যুভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
২৯	শিল্পায়নে উন্নত ও উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির ব্যবহার	১২.১	• উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীমূলক পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ প্রণোদনার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বিনিয়োগ বোর্ড	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৮ জুলাই/১৮ থেকে ডিসেম্বর/২১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এফবিসিসিআই
৩০	বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণ	১২.১৩	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে নির্দেশিকা প্রণয়ন	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ইমিগ্রেশন), বেপজা, বেজা এবং

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
						ইপিবি
৩১	পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর	১২.১৭	পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরে সভা, সেমিনার ও সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩২	কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন	১৩.২	লাগসই শিল্পপ্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নে উৎসাহিত করা	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৯	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩৩	শিল্পখাতে কর্পোরেট সংস্কৃতি সৃষ্টি	১৩.২	চাহিদাভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের এসোসিয়েশনকে সম্পৃক্তকরণ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬	ন্যাশনাল কারিকুলাম বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিআইএম, এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৪	ব্যয় সাশ্রয়ী শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি	১৩.৪	দেশিয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পের সাথে স্থানীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সংযোগ তৈরি	বিটাক	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	ন্যাশনাল কারিকুলাম বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিআইএম, এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৫	শিল্পে উদ্ভাবনী ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার	১৩.৫	টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার (টিআইসি) স্থাপন	বিআইএম	জানুয়ারি/১৬ থেকে জানুয়ারি/২১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিল্প মন্ত্রণালয়
৩৬	পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান	১৩.৬	পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদান	শিল্প মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বিসিএসআইআর
৩৭	কৃষিভিত্তিক শিল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার	১৩.৭	কৃষিভিত্তিক শিল্পে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে স্থানীয় শিল্প কারখানাসমূহকে সহায়তা প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএসইসি	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৯	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, শিল্প মন্ত্রণালয়
৩৮	শিল্প প্রযুক্তি প্রয়োগে আন্ত:সংযোগ তৈরী	১৩.৮	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প উদ্যোক্তাদের আন্তঃসংযোগ স্থাপন	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএআরআই, বিআরআরই
			শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জীব প্রযুক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জানুয়ারি/১৯	কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
			বীজ বপন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও স্থানীয় কারখানাসমূহকে সহায়তা প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	বিআরআরআই, জেলা প্রশাসন, বিএসইসি, শিল্প মন্ত্রণালয়
			সোলার পাম্পের মাধ্যমে সেচ পাম্প তৈরি		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	বিআরআরআই, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিএসইসি, শিল্প মন্ত্রণালয়
			শস্য কর্তন ও সংগ্রহোত্তর কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৯	বিআরআরআই, বিএসইসি, শিল্প মন্ত্রণালয়
			কৃষি যন্ত্রপাতি প্রয়োগ, মেশিন ম্যানুফ্যকচারিং ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে আন্তঃসংযোগ		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসইসি, বিআরআরআই
			সোলার পাম্প শিল্প স্থাপন		জানুয়ারি/১৬ থেকে জানুয়ারি/২০	বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিআরআরআই, জেলা প্রশাসন
৩৯	স্থানীয় শিল্পে প্রযুক্তির বিকাশ	১৩.১০	• শিল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন • সুপারিশমালা বাস্তবায়ন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন	জুলাই/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬ জানুয়ারি/১৭ থেকে জানুয়ারি/২১	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৪০	পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা	১৪	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক	জুন/১৬ থেকে জুন/১৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
		১৪.৪	শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant (ETP)/ Central Effluent Treatment Plant (CETP) স্থাপন নিশ্চিতকরণ	পরিবেশ অধিদপ্তর	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
			বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে CETP ও Sewerage Treatment Plant (STP) স্থাপন নিশ্চিতকরণ	বেপজা	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ), বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
			বিসিক শিল্প পার্কে CETP ও STP স্থাপন নিশ্চিতকরণ	বিসিক	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	
	পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা	১৪.৫	জ্বালানী সাশ্রয়ী স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহার	পরিবেশ অধিদপ্তর	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ইডকল প্রকল্প, এফবিসিআই
		১৪.৬	ই-বর্জ্যের জন্য বিধিমালা ও গাইডলাইন তৈরি	পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ ও বিজিএপিএমইএ, ব্যবসা সংগঠন, এনজিও ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান
			• National Recycle, Reuse and Reduce (3R) Strategy প্রণয়ন, অনুমোদন ও ব্যবহার • শিল্প বর্জ্য রিসাইক্লিং কার্যক্রমে প্রণোদনা প্রদান • শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণ কার্যক্রম • বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উৎসাহিত করা		এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	
৪১	শিল্পখাতে দক্ষ জনশক্তির তথ্য ভান্ডার	১৫.১	ট্যারিফ কমিশন প্রণীত ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডাইরেক্টরীতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম	ট্যারিফ কমিশন	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফবিসিসিআই, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন
৪২	শিল্প খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫.৪	শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	এনপিও	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআই ও অন্যান্য চেম্বার ও এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, বিআইএম
		১৫.৪	শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়ন	এনপিও	এপ্রিল/১৬ থেকে ডিসেম্বর/১৬	শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
		১৫.৬ (ঘ)	বয়লার পরিচালনায় স্ব-উদ্যোগে আহরিত কারিগরি দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/২১	শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই
		১৫.৭	বয়লার ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ কার্যক্রম (Apprenticeship) কে শক্তিশালীকরণ	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	জানুয়ারি/১৬ থেকে জানুয়ারি/১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই
		১৫.৬ (ক)	জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) অনুসারে দক্ষতা স্তর উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	জুন/১৬ থেকে জুন/২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই
		১৫.৬ (গ)	সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competency Based Training and Assessment) ব্যবস্থা চালুকরণ	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৮	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই

ক্রঃ নং	বিষয়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
		১৫.৬ (ঘ)	স্ব-উদ্যোগে আহরিত কারিগরি দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই
		১৫.৭	শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ কার্যক্রম (Apprenticeship) কে নিশ্চিতকরণ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/১৬ থেকে জুন/১৭	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই
৪৩	স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা কার্যক্রম	৭.৯	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনাল গঠন	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮	শিল্প মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪৪	শিল্পনীতির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	১৬.৬	শিল্পনীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সেল	শিল্প মন্ত্রণালয়	এপ্রিল/২০১৬-জুন/২০২১	পরিসংখ্যান ব্যুরো, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১৯ মে ২০১৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১২-১২৮—The Nego-tiable Instruments Act, 1881 এর ২৫ ধারার ব্যাখ্যায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নিম্নবর্ণিত ০৯টি পৌরসভার নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ ২৫ মে, ২০১৬ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটগ্রহণের দিন বর্ণিত নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	পৌরসভার নাম	ভোটগ্রহণের তারিখ
ঢাকা	নরসিংদী	পলাশ	ঘোড়াশাল	২৫ মে, ২০১৬, বুধবার
		রায়পুরা	রায়পুরা	
চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	লক্ষীপুর	
	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	কসবা	কসবা	
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
		সেনবাগ	সেনবাগ	
	ফেনী	ছাগলনাইয়া	ছাগলনাইয়া	
	কক্সবাজার	টেকনাফ	টেকনাফ	
	খাগড়াছড়ি	রামগড়	রামগড়	

২। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।